প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর

প্রকাশকাল
২০১৭

প্রকাশনা
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স
শের-ই-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

সম্পাদনা পরিষদ
বেগম খালেদা পারভীন
অতিরিক্ত সচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহ্ সগিরুল ইসলাম
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি,
যুগ্মসচিব (পূর্ত ও উন্নয়ন)
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

মাহ্ফুজা আখতার
যুগ্মসচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা সহযোগী
মোঃ মাহবুবুর রহমান
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মাহ্ফুজা আখতার
যুগ্মসচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ
নিকন এডভারটাইজিং ইন্টারন্যাশনাল
৬, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

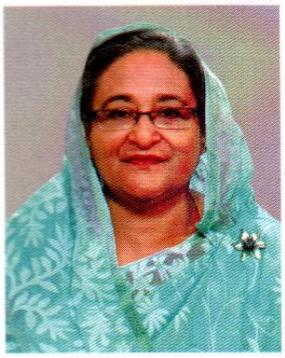

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ ফাল্গুন ১৪২৩
১ মার্চ ২০১৭

বাণী

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সাফল্যের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি একটি দক্ষ ও আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে 'প্রতিরক্ষা নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' নির্ধারণ করে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। একটি পেশাদার ও প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন যুদ্ধসরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, বহুতল অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ, রসদ ভাতা বৃদ্ধিসহ তাদের সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কাজ চলছে। আন্তর্জাতিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা বিশ্বে আজ প্রশংসিত।

সশস্ত্র বাহিনীকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদেশি প্রযুক্তির পাশাপাশি নিজস্ব উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে এ কারখানায় উৎপাদিত গোলাবারুদ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, বিজিবি, পুলিশ এবং আনসার বাহিনীতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য আন্তঃবাহিনী ও বেসামরিক দপ্তর/সংস্থাও তাদের স্ব-স্ব কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কোন স্থান থেকে স্মার্টফোনের মাধ্যমে সর্বশেষ আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য জানতে পারে। স্পারসোর উপগ্রহ চিত্রের সাহায্যে তথ্য ও উপাত্ত আমাদের সমুদ্র বিজয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখাসহ নদীশাসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সাইফার দলিলাদি প্রণয়ন, সংরক্ষণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা অক্ষুণ্ন রাখতে সাহায্য করছে। জরিপ অধিদপ্তর ডিজিটাল টপোগ্রাফিক ম্যাপশিটের মাঠ জরিপকাজ সম্পন্ন করছে। এ প্রক্রিয়া বাংলাদেশের বেসম্যাপ তৈরিতে বিশেষ অবদান রাখবে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রতিবেদনে জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের কার্যক্রমসমূহের সাফল্য সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রতিবেদন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আশা করি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং সামরিক ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের আধুনিকীকরণ আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্যোগকে আরও সুদৃঢ় ও গতিশীল করবে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে।

আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সূচি

অধ্যায় ১ **১.০ পটভূমি**

১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১.২ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

১.৩ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো

১.৪ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা ও দপ্তরসমূহ

১.৫ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেট

অধ্যায় ২ **২.০ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও অগ্রগতি**

২.১ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

২.২ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

২.৩ বাংলাদেশ নৌবাহিনী

২.৪ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

২.৫ সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর

২.৬ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ

২.৭ ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ

২.৮ মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

২.৯ আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ

২.১০ বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা

২.১১ আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ

২.১২ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড

২.১৩ প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর

২.১৪ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর

২.১৫ আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর

২.১৬ ক্যাডেট কলেজ

২.১৭ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর

২.১৮ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

২.১৯ বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান

২.২০ বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর

২.২১ সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর

২.২২ গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর

২.২৩ কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স

২.২৪ প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়

২.২৫ মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি

২.২৬ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

অধ্যায় ৩ **৩.০ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি**

৩.১ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

৩.২ বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ

৩.৩ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

অধ্যায় ৪ **৪.০ উপসংহার**

অধ্যায় ১

১.০ পটভূমি

স্বাধীনতাত্তোর নবগঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় এবং বাংলাদেশ সচিবালয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের প্রথম প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালে মন্ত্রণালয়টি হাইকোর্ট ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৪টি সংস্থা/দপ্তরকে মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনা হয়। ১৯৭৬ সালে বেসামরিক বিমান পরিবহন অধিদপ্তরকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতা-বহির্ভূত করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। ১৯৯১ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে কয়েকটি প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে গঠিত হয় একটি পৃথক বিভাগ-সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ। ১৯৯৩ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হাইকোর্ট ভবন থেকে শের-ই-বাংলা নগরের (গণভবন কমপ্লেক্স) বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ২০০১ সালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ/মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট দুটি শাখা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নবগঠিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়।

বর্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২টি অনুবিভাগ, ৯টি অধিশাখা (প্রকৌশল উপদেষ্টা ও আইসিটি সেলসহ) এবং ২৩টি শাখা (পরিকল্পনা কোষ, হিসাব কোষ ও ইঞ্জিনিয়ার সেলসহ) রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার সংখ্যা ২৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, সময়োপযোগী কর্ম-উদ্যোগ এবং বাস্তবানুগ ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে সহাবস্থান রক্ষা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। যেমন:

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা;

খ. একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীতে সক্ষম ও উপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলা; আধুনিক জ্ঞান, দক্ষতা ও কারিগরি কুশলতায় সমৃদ্ধ এই মানবসম্পদকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা;

গ. অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা লাভ;

ঘ. একটি উন্নততর, সুখী ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং প্রশংসনীয় অবদান রাখা।

১.২ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা/দপ্তরসমূহ সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়:

১. বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা;

২. জাতীয় জরুরি অবস্থা/যুদ্ধ ঘোষণাকালীন সময় প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও সমবেত করার ব্যবস্থা করা ব্যতীত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ ও বাংলাদেশের যে কোন সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত বা পরিচালিত সশস্ত্র বাহিনীসমূহ এবং বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যার্থে নিয়োজিত থাকাকালে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের কার্যাবলি সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা;

৩. সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মসমূহ;

৪. সাইফার দলিলপত্র প্রস্তুতকরণ;

৫. যুদ্ধরতদের জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস এবং জেনেভা কনভেনশনসমূহ যতদূর সম্ভব কার্যকর;

৬. মন্ত্রণালয়ের অধীন বাহিনীসমূহের বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য পুরস্কার ও ভূষণ প্রদান;

৭. সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস;

৮. আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ;

৯. সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের দণ্ড মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম ইত্যাদি;

১০. জাতীয় কর্মবিভাগসমূহ এবং বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি);

১১. ক্যাডেট কলেজ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

১২. মহাকাশ গবেষণা ও দূর-অনুধাবন সংস্থা (স্পারসো) সংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

১৩. প্রতিরক্ষা হিসাব থেকে ব্যয় নির্বাহকৃত বেসামরিক কর্মবিভাগসমূহ;

১৪. জলভাগ সম্পর্কিত জরিপ এবং নৌপথ সংক্রান্ত মানচিত্র প্রণয়ন (বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলভাগের জরিপ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথের মানচিত্র প্রণয়ন ব্যতীত);

১৫. বাংলাদেশ জরিপ;

১৬. সশস্ত্র বাহিনীর বাজেট, আইনগত ও সংবিধিবদ্ধ বিষয়সমূহ;

১৭. আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন;

১৮. এ মন্ত্রণালয়ের অধঃস্তন দপ্তর এবং সংস্থাসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;

১৯. আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়;

২০. এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত বিষয়ে সকল আইন;

২১. এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত যে কোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;

২২. আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত যে কোন বিষয় সম্পর্কিত ফি।

১.৩ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো

জনবল	
১ - ৯ম গ্রেড	৪১
১০ম গ্রেড	৩৮
১১ - ১৬তম গ্রেড	৪২
১৭ - ২০তম গ্রেড	৪৫
সর্বমোট=	১৬৬

১-৯ম গ্রেডভুক্ত কর্মচারী	
পদের নাম	সংখ্যা
সচিব	১
যুগ্মসচিব	২
প্রকৌশল উপদেষ্টা	১
উপসচিব	৭
সিসটেম এনালিস্ট	১
এ্যাসিসটেন্ট প্রোগামার	১
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	২১
সচিবের একান্ত সচিব	১
সিনিয়র সহকারী প্রধান	১
গবেষণা কর্মকর্তা	১
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
লাইব্রেরিয়ান	১
প্রোগ্রামার	১
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১
মোট=	৪১

১.৪ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা ও দপ্তরসমূহ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান দায়িত্ব। এছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করে থাকে। যে কোন ধরনের বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং জাতি গঠনে সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী: তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা ও নাবিকগণ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে ১৭ জন কর্মকর্তা, ৪১৭ জন নৌসেনা এবং ২টি পেট্রোল ক্রাফট নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমুদ্রসীমার রক্ষক। এছাড়া উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং নৌপথে বা সমুদ্রপথে মাদকপাচার রোধ ও চোরাচালান রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী: মহান মুক্তিযুদ্ধকালে ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কয়েকটি সামরিক ও বেসামরিক বিমান নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। আকাশপথে হামলা মোকাবিলা বিমান বাহিনীর প্রধান কাজ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিমান বাহিনী হেলিকপ্টার সহায়তা প্রদান করে।

সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর (ডিজিএমএস): সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত সকল সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবার ও অন্যান্য প্রাধিকারভুক্ত ব্যক্তিকে মানসম্মত চিকিৎসা সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা এই মহাপরিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য। এছাড়াও মহাপরিদপ্তরের অধীন ৪টি আন্তঃবাহিনী ইউনিটের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক হাসপাতালগুলোর প্রশাসনিক ও পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিভিন্ন চিকিৎসা পরিষেবায় এই মহাপরিদপ্তর অবদান রাখছে।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি): ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের (ডিএসসিএসসি) পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিএসসিএসসি-তে ১৯৯৯ সালে এনডিসি-র প্রথম কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। সশস্ত্র বাহিনীকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক সমরবিদ্যা শিক্ষা প্রদান এ কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের সামরিক ও বেসামরিক এবং বিদেশের সামরিক কর্মকর্তাগণ এখানে উচ্চতর পেশাগত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ অর্জন করেন। বর্তমানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে তিনটি কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি): ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) সশস্ত্র বাহিনীর একটি প্রধান সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ কলেজে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর নির্বাচিত মধ্যপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ পেশাগত সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। বিদেশের সামরিক কর্মকর্তাগণও এখানে অধ্যয়ন করেন।

মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি): কারিগরি ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৮ সালে এমআইএসটি যাত্রা শুরু করে। মিরপুর সেনানিবাসে অবস্থিত এ ইনস্টিটিউটে ১৯৯৯ সাল থেকে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সময়োপযোগী করাই এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস): মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সেবাদানকারী সংগঠনসমূহের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও আন্তঃবাহিনী সমূহের জন্য স্বল্পতম সময়ে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ন্যূনতম ব্যয়ে ভৌত অবকাঠামো ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন, স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এ সংস্থার প্রধান দায়িত্ব। এছাড়া দিবা-রাত্রি সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ ইত্যাদি দৈনন্দিন জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় কাজসমূহ এ সংস্থা সম্পন্ন করে থাকে। জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ভৌত ও অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজও এমইএস বাস্তবায়ন করে থাকে।

আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ (এএফএমসি): ১৯৯৯ সালে ৫৬ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ। আর্মি মেডিকেল কোরে প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি সামরিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে এই কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ): বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা একটি প্রতিরক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০ সালে এটি গাজীপুর জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে এই কারখানায় হালকা ও ছোট আকারের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা পাঁচটি শাখা-কারখানায় বিভক্ত।

আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (আইএসএসবি): সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে আর্মি সিলেকশন বোর্ডকে পুনর্বিন্যাস করে ১৯৭৪ সালে আইএসএসবি বা আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ গঠিত হয়। সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যোগ্য ও সম্ভাবনাময় কর্মকর্তা নির্বাচন এই পর্ষদের প্রধান দায়িত্ব।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড (বিএএসবি): সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকরিরত সদস্যদের কল্যাণার্থে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ১৯৪২ সালে 'সোলজারস, সেইলরস অ্যান্ড এয়ারম্যানস বোর্ড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সাল থেকে এ সংস্থা 'বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড' নামে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ আর্মড সার্ভিসেস বোর্ড বা বিএএসবি সদর দপ্তর বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট আর্মড সার্ভিসেস বোর্ড বা ডিএএসবিসমূহের মাধ্যমে সারাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বর্তমানে দেশের ২০টি জেলায় ডিএএসবি অফিস চালু আছে এবং আরও ১০টি জেলায় ডিএএসবি'র অফিস প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কর্মরত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মানবিক কারণে/স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অব্যাহতির পক্ষে সত্যতা যাচাই, প্রাক্তন সদস্যদের/পোষ্যদের পারিবারিক পেনশন প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা ও বিভিন্ন সংস্থায় প্রাক্তন সদস্যদের চাকরিতে পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে সহযোগিতা করা।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি): প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর সশস্ত্র বাহিনীসহ বিভিন্ন আন্তঃবাহিনী সংস্থার ক্রয়-কার্যক্রম পরিচালনা করে। দেশ-বিদেশ থেকে সকল প্রকার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্রয়ের ব্যবস্থাপনা ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব এ সংস্থার। প্রতিরক্ষা ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ মহাপরিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই): জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে ডিজিএফআই প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা। সংস্থায় একজন মহাপরিচালক ও সাতজন পরিচালক রয়েছেন। সরকারকে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ এর অন্যতম দায়িত্ব।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর): গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা ও জনসংযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীসহ প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের প্রকৃত ভাবমূর্তি তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর। সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে কার্যকর ও সঠিক তথ্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরা, বাহিনীসমূহের তথ্য প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রচনা, চিত্র, প্রতিবেদন নিরীক্ষা ও ছাড়পত্র প্রদানসহ সাময়িক তথ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা এ পরিদপ্তরের দায়িত্ব।

ক্যাডেট কলেজ: ক্যাডেট কলেজসমূহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ক্যাডেট কলেজের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৮ সালে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বর্তমানে ছেলেদের ৯টি এবং মেয়েদের ৩টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। ক্যাডেটরা আবশ্যিকভাবে নিয়মিত খেলাধুলা, পিটি, প্যারেড, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য, প্রতি বছর জাতীয় শিক্ষাবোর্ডের অধীন সকল পরীক্ষায় ক্যাডেটরা ধারাবাহিকভাবে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি): দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রী তথা যুবসমাজকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান, নৈতিক চরিত্র গঠন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার মাধ্যমে ক্যাডেটদের দ্বিতীয় সারির প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি)-এর প্রধান দায়িত্ব। এর অধীনে প্রতিবছর দেশের ৪৯৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬১১টি প্লাটুনের মাধ্যমে প্রায় ২৫,০০০ জন ক্যাডেট নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ক্যাডেটগণ সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বর্ষব্যাপী নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ক্যাডেটগণ বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি): বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর দেশে আবহাওয়া বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনাকারী একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রামে দু'টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সদর দপ্তর এবং ২টি আঞ্চলিক কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মোট ৬০টি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, ভূমিকম্প-পর্যবেক্ষণাগার, রাডার স্টেশন ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণাগার রয়েছে। আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস পদ্ধতির মান-উন্নয়নসহ দুর্যোগব্যবস্থাপনার জন্য অধিকতর নির্ভুল তথ্য প্রদান এ অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব। এ অধিদপ্তর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, রাডার, উপগ্রহ কেন্দ্র ও কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থাপনার বিকাশে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো): স্পারসো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং এ প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা, এর যথাযথ প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পারসো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ জরিপ, পরিবেশ ও দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি ব্যবহার করে। স্পারসো ভূ-সম্পর্কিত বহুবিধ বিষয়ে গবেষণা ও সমীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবান তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, উদঘাটন ও উদ্ভাবন করে থাকে।

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর (এসওবি): বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর দেশের জাতীয় জরিপ ও মানচিত্র প্রণয়নকারী সংস্থা। ১৯৬৭ সালে 'বেঙ্গল সার্ভে' নামে এ সংস্থার যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জরিপ অধিদপ্তর জরিপ ও মানচিত্র প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের একটি ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন কেন্দ্র এবং আধুনিক ছাপাখানা ও জিওডেটিক ইউনিট রয়েছে। দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রস্তুতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, শহর ও গ্রামাঞ্চলে অবকাঠামো এবং শিল্প ও বাণিজ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর (সাভূসে): ১৯৭০ সালে ঢাকা সেনানিবাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে পরিদপ্তরটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। এ অধিদপ্তরের অধীন বর্তমানে ৩টি সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর এবং ১৫টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড রয়েছে। সারাদেশের সামরিক ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ ও সামরিক প্রয়োজনে নতুন জমি অধিগ্রহণসহ বিভিন্ন সেনানিবাসে পৌর কার্যাদি সম্পাদন অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ।

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর (সাইফার): ১৯৭৩ সালে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর (সাইফার পরিদপ্তর) সরকারের গোপন যোগাযোগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সাইফারব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষায়িত টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট। এ দপ্তরটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী, ডিজিএফআই, কোস্ট গার্ড, এনএসআই, জেলা প্রশাসন,

পুলিশ সদর দপ্তর এবং জেলা পুলিশ সুপারসহ গুরুত্বপূর্ণ ১১টি সংস্থার গোপন যোগাযোগে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট গুপ্তসংকেত দলিলাদি/গুপ্তি উপকরণ, ক্রিপ্টোসফটওয়্যার এবং এ সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি তৈরি ও সরবরাহ করে। এটি গুপ্তসংকেত বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স (সিজিডিএফ): প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সামরিক হিসাব বিভাগ হিসেবে ১৯৮২ সালে কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স (সিজিডিএফ) যাত্রা শুরু করে। কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্সের অধীন সাতটি দপ্তর রয়েছে। সামরিক খাতের হিসাব, হিসাব নিরীক্ষা, ব্যয় ও আন্তঃনিরীক্ষাসহ সামরিক ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান সিজিডিএফ-এর প্রধান দায়িত্ব।

প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় (সিএও): ১৯৭৩ সালে এই কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সশস্ত্র বাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সকল বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশাসনিক কার্যাবলি এ সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থা-দপ্তরে মুদ্রণ ও লেখ-সামগ্রীসমূহ যোগান, রক্ষণাবেক্ষণ ও অফিস দ্রব্যাদি সরবরাহ করে থাকে।

মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি (এমওডিসি): মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি হচ্ছে সেনাবাহিনীর একটি কোর এবং নিয়মিত বাহিনী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহ এবং প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা যেমন ডিজিএফআই, ডিজিডিপি, ডিজিএমএস, আর্মি এভিয়েশন, বিওএফ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এর প্রধান দায়িত্ব। জরুরি অবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতেও এ বাহিনী সহায়তা প্রদান করে। ১৯৭৮ সালে এমওডিসি (আর্মি)-কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থা হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়।

১.৫ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে ২০১১-২০১২ অর্থ বছর থেকে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো পদ্ধতির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি যুগোপযোগী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার প্রত্যয়কে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বাহিনীত্রয়সহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট নিম্নরূপ:

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

ক্র: নং	অফিস/খাতের নাম	বাজেট ২০১৫-২০১৬	সংশোধিত বাজেট ২০১৫-২০১৬	মন্তব্য
১.	বেসামরিক	৩০৫,৫৩,৬৭	৩৭৯,৮৭,৮৭	
২.	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	৮৯০৪,১৪,৪৯	১০৪৫৩,৩৩,১৫	
৩.	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	২৭২১,১৮,৯৬	৩০৮৩,১১,৫২	
৪.	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	২৫৯৩,১৯,৩৩	২৮৩২,৫৯,০২	
৫.	আন্তঃ বাহিনীসমূহ	৬৩২,১৫,৩৬	৭১৩,০৭,১৯	
৬.	অন্যান্য প্রতিরক্ষা কার্যক্রম	২৮০৫,৬৯,৬৯	২৭৯৮,১৪,৫৮	
	মোট-অনুন্নয়ন:	**১৭৯৬১,৯১,৫০**	**২০২৬০,১৩,৩৩**	
	মোট-উন্নয়ন:	**৪১৫,৫৫,০০**	**৪২৬,৬২,০০**	
সর্বমোট-(প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়):		**১৮৩৭৭,৪৬,৫০**	**২০৬৮৬,৭৫,৩৩**	

অধ্যায় ২

২.০ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তরের সাফল্য ও অগ্রগতি

সরকার কর্তৃক ঘোষিত "ভিশন ২০২১" এবং "ভিশন ২০৪১" বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়াদি সরাসরি সম্পৃক্ত হলেও এর মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীল নিরাপত্তাব্যবস্থা। দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষার্থে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছিলেন। তারই অনুসরণে বর্তমান সরকার পাঁচ বছর মেয়াদী চারটি ধাপে "ফোর্সেস গোল ২০৩০" চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে আরও শক্তিশালী, আধুনিক, দক্ষ ও অজেয় বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বাহিনীত্রয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার, পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের কার্যক্রম বছরভিত্তিক ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থা/দপ্তরসমূহ বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও সংস্থা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে দপ্তর ও সংস্থাসমূহের পরিচিতি, মূল কার্যপরিধি, ভৌত অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা, উন্নয়ন, কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি এ সংকলনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও সংস্থার বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের অগ্রগতি সরকারের গৃহীত বৃহৎ কর্মযজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২.১ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

২টি অনুবিভাগ, ৯টি অধিশাখা (প্রকৌশল উপদেষ্টা ও আইসিটি সেলসহ) এবং ২৩টি শাখা (পরিকল্পনা কোষ, হিসাব কোষ ও ইঞ্জিনিয়ার সেলসহ)-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ও অধীন ২৫টি দপ্তর ও সংস্থার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২.১.১ সাংগঠনিক উন্নয়ন

- বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ/সংশোধন/পদ উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য নতুন দুইটি স্টাফ বাস ক্রয় করা হয়েছে।

২.১.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

শূন্য পদ পূরণ: ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ০৭টি শূন্য পদ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।

২.১.৩ প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহযোগিতায় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে ৩০ মে ২০১৬ তারিখে, ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার আয়কর বিষয়ে ০৮ জুন ২০১৬ তারিখে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে ২৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে এবং থ্যালাসেমিয়া বিষয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক ওয়ার্কশপ

আয়কর বিষয়ক ওয়ার্কশপ

- নবনিয়োগ প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য অফিসব্যবস্থাপনা, গণকর্মচারী শৃঙ্খলা, দায়িত্ব, আচরণ, নৈতিকতা, আইন, বিধি, সচিবালয় নির্দেশিকা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রেড ১৬ থেকে ১১ পর্যন্ত কর্মচারীদের সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- এ মন্ত্রণালয়ের ১০ম গ্রেডের কর্মচারীদেরকে Rules of Business, Allocation of Business এবং Annual Confidential Report সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এ মন্ত্রণালয়ের গ্রেড ১৬ থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নবনিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২.১.৪ অন্যান্য গঠনমূলক কার্যক্রম

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ইনোভেশন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কমিটি নিয়মিত মতামত ও পরামর্শ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা বাস্তবায়িত হয়েছে।
- আইসিটি সেল কর্তৃক সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২.১.৫ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কর্তৃক ফিনল্যান্ডে Modern Photogrammetric and Geodetic Production Methology, Laser Scanning and Digital Aerial Photography বিষয়ে শিক্ষা সফর, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)-এর নবম কাউন্সিল সভা ও আনুষঙ্গিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন, তিনি থ্যাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Asian Defence and Security Exhibition, "Defence & Security 2015" ফ্যাক্টরি ট্রেইনিং পর্যবেক্ষণ এবং থাইল্যান্ডের মানচিত্র প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহ পরিদর্শন করেন। মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর-এ অনুষ্ঠিত '15th Defence Services Asia Exhibition and Conference 2016'-এ যোগদান করেন।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন কঙ্গো (মোনুস্কো), চীনে অনুষ্ঠিত Eight Administrative Heads Meeting of APSCO, আমেরিকায় অনুষ্ঠিত Advance Security Cooperation (ASC 15-2) Course, 9th Council Meeting of Asia-Pacific Space Cooperatio Organization (APSCO), NESA Executive Seminar, 15th Defence Services Asia Exhibition and Conference (DSA 2016) এবং সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত Fourth IISS Fullerton Forum: The Shangri-La Dialogue Sherpa Meeting শীর্ষক বৈদেশিক সভা/সেমিনার/পরিদর্শন/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছেন।

২.২ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ একটি দক্ষ ও চৌকস বাহিনী হিসাবে গড়ে উঠতে সমর্থ হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বপরিমণ্ডলে আজ একটি অতি পরিচিত ও গর্বিত নাম। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সেনাসদস্যদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আজ দেশের তথা জাতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বজায় রেখে চলেছে। পররাষ্ট্রনীতির আলোকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বন্ধুপ্রতিম সকল দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামরিক কূটনীতি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। সামরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ যে কোন অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনে এবং দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা সকল ক্ষেত্রে অসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশে ও বিদেশে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যানবাহন, আধুনিক সরঞ্জাম, নতুন ডিভিশন ও ইউনিট সংযোজিত হয়েছে। সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যুগোপযোগী ও আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হলো।

২.২.১ সাংগঠনিক ইউনিট সৃজন

- দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের অংশ হিসাবে সিলেটে এবং কক্সবাজার জেলার রামুতে গঠনকৃত মোট ০২টি পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ০২টি পদাতিক ব্রিগেডসহ সর্বমোট ৩২টি ইউনিট/সদর দপ্তর নতুন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- পটুয়াখালী জেলার লেবুখালীতে এডহক ভিত্তিতে ১টি পদাতিক ডিভিশন গঠন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সিলেটের জালালাবাদ সেনানিবাসের সদর দপ্তর ১৭ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ১১ পদাতিক ব্রিগেড এর পতাকা উত্তোলন।

- পদাতিক কোরের পদাতিক এবং সাপোর্ট ব্যাটালিয়নসমূহকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আধুনিক অস্ত্র/সরঞ্জাম সংযোজন করতঃ ১টি মেকানাইজড ব্রিগেড, ৪টি মেকানাইজড ব্যাটালিয়ন এবং ২টি প্যারা পদাতিক ব্যাটালিয়ন পুনর্গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে স্বতন্ত্র আর্মস হিসাবে "স্পেশাল ফোর্স" গঠনের লক্ষ্যে ১টি সদর দপ্তর প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড এবং ১টি প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সেনাবাহিনীর আর্টিলারি কোরের সমরক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম (এমএলআরএস) রেজিমেন্ট এবং একটি শর্ট রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স (SHORAD) মিসাইল রেজিমেন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- সেনাবাহিনীর সমরসক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম সংযোজন অব্যাহত রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে সার্বিয়া থেকে Consignment এর আওতায় ০৬টি কামান এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।
- ০২টি সাউন্ড রেঞ্জিং ইকুইপমেন্ট (এসআরই) এবং ১৮টি ১০৫ মি.মি. গান ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত ক্রয় চুক্তির আওতায় ০৬টি এমএলআরএস ক্রয় করা হয়েছে।
- আকাশ প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্ট আর্টিলারির জন্য চীন থেকে ০৬টি FM-90 SAM (Surface to Air Misile) ক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য ক্রয়কৃত FM-90 SAM Sys

২.২.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- **শূন্যপদ পূরণঃ** শূন্যপদ পূরণকল্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এমবিবিএস যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তার হিসাবে ক্যাপ্টেন পদবির মোট ৮৯ জন (পুরুষ-৬৩ ও মহিলা-২৬), ইঞ্জিনিয়ার্স/সিগন্যালস/ইএমই কোরের জন্য বিএসসি যোগ্যতাসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ক্যাপ্টেন পদবিতে ১২ জন (পুরুষ), বিএসসি ইন নার্সিং যোগ্যতা সম্পন্ন এএফএনএস হিসাবে লেফটেন্যান্ট পদবিতে ৪৫ জন এবং ৭৪তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে ১৪৭ জন (পুরুষ-১৩৩ ও মহিলা-১৪) কমিশন লাভ করেছেন। ২য় বিএমএ গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ২০ জন (পুরুষ-১৮ ও মহিলা-০২) অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে সর্বমোট ১৫,২৫৮ জন (পুরুষ-১৪৬৯৫ ও মহিলা-৫৬৩) নিয়োগ করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে দেশের অভ্যন্তরে নিয়মিত প্রশিক্ষণসহ শীত এবং গ্রীষ্মকালে সামরিক/বেসামরিক এলাকায় যৌথপ্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ অব্যাহত আছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মোট ৯৭১ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ১০,৩৯৭ জনকে দেশের অভ্যন্তরে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শীতকালীন যৌথ প্রশিক্ষণ মহড়া পরিদর্শন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২.২.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- সেনাবাহিনীর সকল পদবির সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের আবাসনসমস্যা দূরীকরণে ইতোমধ্যে অফিসার, জেসিও এবং অন্যান্য পদবির সৈনিকদের জন্য বাসস্থান ও মেস, সৈনিকদের জন্য এসএম ব্যারাক, সেনাসদরের জন্য মাল্টিপারপাস হল ও কনফারেন্স হল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য স্থাপনার মধ্যে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে ১২০০ ক্যাডেটের জন্য ডরমিটরি, ঢাকা সেনানিবাসে অফিসারদের জন্য বহুতল বিশিষ্ট (১৪তলা) বি টাইপের বাসস্থান, বিওকিউ, এমইএস এর সদস্যদের জন্য নতুন পারিবারিক বাসস্থান, মহিলা সৈনিকদের জন্য এসএম ব্যারাক তৈরিসহ বিভিন্ন সেনানিবাসে অন্যান্য পদবির সৈনিকদের জন্য ৪১৬টি পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। সিলেট ও রামু সেনানিবাসে অফিস ভবন, বিভিন্ন পদবির জন্য আবাসিক ভবন, এসএম ব্যারাক, ভূমি উন্নয়ন, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ রাস্তা ও অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও 'সাভার সেনানিবাসে মিলিটারি পুলিশ সেন্টার ও স্কুল নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বরিশাল ও পটুয়াখালী এলাকায় প্রস্তাবিত শেখ হাসিনা সেনানিবাস স্থাপনের লক্ষ্যে মাটি ভরাট, অফিস ও বাসস্থান নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইনে নতুন সেনানিবাস স্থাপনের জন্য হাইড্রোলিক ও মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ০১ জুলাই ২০১৫ তারিখ থেকে নতুন পে স্কেলের মাধ্যমে সকল সদস্যদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখ থেকে জেসিও/ওআরদের জন্য ক্ষতিপূরণ অনুদান (Compensatory Grant) বাবদ মৃত্যবরণের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হচ্ছে, যা পূর্বে যথাক্রমে ১৬,৫৬২ ও ৮,২৮১ টাকা ছিল। এছাড়াও জেসিও/ওআরগণের পেনশনযোগ্য চাকরিকাল ১৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর নির্ধারণ করতঃ এলপিআর ৬ মাসের পরিবর্তে ১২ মাস, নগদায়ন ছুটির সুবিধা ১২ মাসের পরিবর্তে ১৮ মাস করা হয়েছে।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গত ০৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মিরপুর ডিওএইচএস-এ পিলখানায় শহীদ ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হয়।

শহীদ পরিবারদের মাঝে ফ্ল্যাট হস্তান্তর করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুগ্ধ সেবার মান উন্নতিকরণের লক্ষ্যে সাভার, যশোর, লালমনিরহাট এবং ঈশ্বরদী মিলিটারি ফার্ম উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে একদিকে দুধের চাহিদা ক্রমাগত পূরণ করা সম্ভব হবে অন্যদিকে বিদেশ থেকে গুঁড়া দুধ আমদানী ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

২.২.৪ ডিজিটাইজেশন

- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল দপ্তরসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করতঃ BAnet (Bangladesh Army Network) এবং ইন্টারনেট (World Wide Web) পৃথকীকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- টেলিযোগাযোগব্যবস্থা সম্প্রসারণের নিমিত্ত বিভিন্ন সেনানিবাসে বিটিসিএল-এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর নিজস্ব মোবাইল যোগাযোগের জন্য ঢাকা ও মিরপুর সেনানিবাসে GSM Mobile Network-এর আওতায় ০৯টি Base Transmission Station (BTS) স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সেনাবাহিনীর দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের Application/Automation সফটওয়্যার তৈরি/উন্নয়ন/হালনাগাদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২.২.৫ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এলাকায় সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম দমন, জাতিগত দাঙ্গা নিরসন, গরীব ও দুঃস্থ জনগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান এবং ঔষধ সরবরাহ, অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করাই বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের প্রধান কার্যক্রম। শান্তিরক্ষীরা ইউরোপীয় শীত প্রধান দেশ থেকে শুরু করে পূর্ব এশিয়ার প্রত্যন্ত এলাকায় এবং বৈরীভাবাপান্ন আবহাওয়ায় সাহারা মরুভূমিতে সফলতার সাথে শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মোট ৪৫২৯ জন সদস্য (২৫ জন মহিলা কর্মকর্তাসহ) বিশ্বের প্রায় ১১টি দেশে শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োজিত আছেন এবং বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অপারেশন কুয়েত পূণর্গঠন (ওকেপি) এ ১৮৫৬ জন সামরিক এবং ২২৪ জন বেসামরিক সদস্যসহ সর্বমোট ২০৮০ জন কর্মরত রয়েছেন ।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্বরত বাংলাদেশি সেনাসদস্য

- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বর্তমান সরকারের জোরালো দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের উচ্চ পর্যায়ে তথা সাইপ্রাসে ফোর্স কমান্ডার, সেন্ট্রাল আফ্রিকা এবং সুদানে ডেপুটি ফোর্স কমান্ডারসহ অন্যান্য মিশনসমূহেও জেষ্ঠ্য নেতৃত্বে (Senior Mission Leadership) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন পদে পদায়ন হয়েছে। ফলে বৈদেশিক মিশনে নিয়োজিতব্য সেনাসদস্যগণের মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বাংলাদেশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে কন্টিনজেন্টসমূহের সাথে মানুষ্যবিহীন উড়োযান (UAV) এবং মাইন রেজিষ্ট্যান্ট এম্বুশ প্রোটেকটেড ভেহিক্যাল (MRAP) সংযোজিত হতে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত কন্টিনজেন্টসমূহের মানুষ্যবিহীন বিমান (UAV)

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত কন্টিনজেন্টসমূহের সংযোজিত মাইন রেজিস্ট্যান্ট অ্যাম্বুশ প্রোটেকটেড ভেহিক্যাল (MRAP)

২.২.৬ প্রকাশনা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মুখপত্র হিসাবে ১৯৮৭ সাল থেকে সেনাসদর সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর কর্তৃক 'সেনাবার্তা' প্রকাশিত হচ্ছে। বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে 'সেনাবার্তা'র ৪টি সংখ্যা এবং 'সেনা সংবাদ প্রবাহ'র ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। 'সেনাবার্তা' ও 'সেনা সংবাদ প্রবাহ' প্রকাশের ফলে একদিকে যেমন সেনাবাহিনী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাঠকদের জন্য সহজলভ্য হচ্ছে, অন্যদিকে এগুলো ইতিহাসের উপাদান হিসাবেও তথ্য ধারণ করে রাখছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর ২৪ পদাতিক ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত চতুর্থ সংখ্যা জার্নাল-২৪ এবং লজিস্টিকস এরিয়া কর্তৃক প্রকাশিত দৃপ্ত নেপথ্যে-২০১৫ প্রকাশিত হয়েছে।

২.২.৭ অন্যান্য প্রশাসনিক সেবামূলক কার্যক্রম

সরকারি খাস জমিতে ব্যারাক হাউজ নির্মাণ করে ভূমিহীন পরিবারকে হস্তান্তরের জন্য ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সেনাবাহিনী কর্তৃক আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ৪২১৩টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ২২,৮৪০ জন ছিন্নমূল ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং ৫০৫টি ব্যারাক হাউজের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হলে আরও ২৫২৫ জন ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে।

দেশের ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের নির্মাণাধীন ব্যারাক হাউজ

২.৩ বাংলাদেশ নৌবাহিনী

১৯৭১ সালের ১১ জুলাই ঐতিহাসিক সেক্টর কমান্ডার কনফারেন্সের ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতাত্তোরকালে কিছু সংখ্যক নাবিক ও তরুণ মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে গড়ে তোলা নৌ কমান্ডো দল এবং দুটি গান বোট "পদ্মা" ও "পলাশ" নিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। নৌবাহিনী দেশ গঠন ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষা বিশেষ করে সমুদ্র জলসীমায় দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ও পুনর্গঠন তৎপরতায় অংশ নেয়। আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাংলাদেশের অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নৌবাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। যুদ্ধকালীন সময়ে সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধকালীন অপারেশন পরিচালনা করা, শান্তিকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক উপস্থিতির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে সতর্ক করা, বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, সমুদ্রে টহল প্রদান, মৎস্য সম্পদ রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, জলদস্যুতা প্রতিরোধ/দমন এবং তেল ও গ্যাস সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান, আইন শৃংখলা রক্ষা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সমুদ্রে উদ্ধার অভিযান (Evacuation প্রদান Rescue Operation) ইত্যাদি পরিচালনা করা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক জোটের সঙ্গে অপারেশন পরিচালনা, বহুজাতিক প্রশিক্ষণ, মহড়া ও Wargame ইত্যাদি পরিচালনার কাজও বাংলাদেশ নৌবাহিনী করে থাকে। জাতীয় প্রয়োজনে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। এ বাহিনীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরা হলো।

২.৩.১ উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন

২.৩.১.১ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

- সাবমেরিনের স্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণের জন্য কুতুবদিয়ার পেকুয়ায় ৩৩৩.৭৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- পটুয়ালীর রাবনাবাদে বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটি নির্মাণকল্পে ১৯৩.৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ পতেঙ্গায় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি (বিএনএ) সম্প্রসারণকল্পে ৬৩.৬৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- ঢাকা সেনানিবাসস্থ ধামালকোট এলাকায় নৌ ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ঢাকাস্থ বানৌজা হাজী মহসীনে ১৪ তলা মাল্টিপারপাস ভবনের নির্মাণ কাজ, খিলক্ষেত নৌ এলাকায় প্যালাসাইডিং, আরসিসি ঘাঁট, মাটির বাঁধ নির্মাণসহ নিচু জায়গায় বালু ভরাটকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ বানৌজা ঈসাখানে, খুলনাস্থ বানৌজা তিতুমীরে, রেডি রেফারেন্স বার্থ (আর আর বি) ইউনিটে, বিএন ডকইয়ার্ডে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- খুলনা নৌ অঞ্চলে প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য 'আশার আলো' স্কুল ছয়তলা ভিতসহ নিচতলা ভবন নির্মাণের ৯৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

২.৩.১.২ জাহাজ সংযোজন/ক্রয়/নির্মাণ চুক্তি

- গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বানৌজা সমুদ্র অভিযান, বানৌজা স্বাধীনতা, বানৌজা প্রত্যয়, বানৌজা খান জাহান আলী, বানৌজা সন্দ্বীপ, বানৌজা হাতিয়া, এলসিটি-১০৩ এবং এলসিটি-১০৫ জাহাজসমূহ কমিশনিংপূর্বক নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- বিভিন্ন মালামাল পরিবহন কাজে নিয়োজিত নৌ কল্যাণ-১ ও নৌ কল্যাণ-২ (কন্টেইনার ভেসেল) দুটি কমিশনিং শেষে নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বানৌজা সমুদ্র অভিযান

বানৌজা খান জাহান আলী

বানৌজা স্বাধীনতা ও বানৌজা প্রত্যয়

বানৌজা সন্দ্বীপ ও বানৌজা হাতিয়া

এলসিটি-১০৩ ও এলসিটি-১০৫

২.৩.১.২ সংগঠন ও মানবসম্পদ

- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্কুল অব লজিস্টিক অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (সোলাম)-এর ৩৫৪টি পদ এবং ২০টি যানবাহন সংবলিত নতুন ইউনিট সৃজন করা হয়েছে।
- নৌপ্রধানের পদবি এডমিরাল হিসাবে উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও ০১টি পদের পদবি কমোডর থেকে রিয়ার এডমিরাল, ০৩টি পদের পদবি ক্যাপ্টেন থেকে কমোডর, ০২টি পদের পদবি কমান্ডার থেকে ক্যাপ্টেন হিসাবে উন্নীত করা হয়েছে।

২.৩.১.৩ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি

বাংলাদেশ নৌবহিনীর Under Water Weapon System এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুশীলিতে নির্মাণাধীন এলপিসি এর জন্য ET 52C Torpedo and Torpedo Base Facilities নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ক্যালিবারের Gun, Ammunition, EOD Equipment, Pyrotechnics Item এবং Web Equipment ক্রয় এবং সংযোজনের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

২.৩.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- মোট ১৮৭৬টি শূন্য পদ পূরণ, ২৪২৪টি পদে পদোন্নতি প্রদান এবং ৪০৬ জন বেসামরিক কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে।
- ১১ জন নারী কর্মচারী এবং ৪৪ জন নারী নাবিক বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নারী নাবিক কর্তৃক পুরস্কার গ্রহণ ও প্যারেডের দৃশ্য

- তিন বছর মেয়াদী প্রি-কমিশন প্রশিক্ষণের সময় বৃদ্ধি, স্পেশালাইজেশন কোর্সের পাঠ্যসূচি ও সময়সীমা বৃদ্ধি এবং কিছু কিছু বিষয়ে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গুনগত মান উন্নয়ন করা হয়েছে।
- কমান্ডোদের প্যারাসুট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর টেকনিক্যাল শাখার নাবিকদের জন্য ০৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৩.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- **চিলড্রেন পার্ক নির্মাণঃ** নৌ সদস্যগণের সন্তানদের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌ অঞ্চলে ১৫টি আধুনিক এবং মানসম্মত চিলড্রেন পার্ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- **আর্থিক অনুদানঃ** বিএন কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিল থেকে সর্বমোট ৭৩ জন অসহায় অবসরপ্রাপ্ত নৌ সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের মধ্যে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- **চিকিৎসা সহায়তা প্রদানঃ** জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য (যে সকল জটিল রোগের চিকিৎসা সিএমএইচ-এ করা সম্ভব নয়) দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাহিরে নৌ চিকিৎসা সহায়ক তহবিলের অর্থায়নে চিকিৎসা কার্য পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে।

২.৩.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

আইটি পলিসি প্রণয়ন, অফিস অটোমেশন সফট্ওয়্যার, ভিডিও টেলিকনফারেন্সিং সিস্টেম, সাইবার সিকিউরিটি আইটেম স্থাপন, শিপ বিল্ডিং ইনফরমেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স সফট্ওয়্যার, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার, সার্ভার বেজড অ্যান্টিভাইরাস সফট্ওয়্যার, স্থানীয় উদ্যোগে জাহাজের নানাবিধ কন্ট্রোল সিস্টেম সচল ও ড্রোন তৈরিকরণ, Budget Management Software & PPAMS, Electronic Navigation Chart (ENC) তৈরিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৩.৫ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন

- **ইউনিফিল (লেবানন)ঃ** ভূ-মধ্যসাগরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় Maritime Interdiction Operation এর অংশ হিসাবে টাস্ক ফোর্সের অধীনে বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল সর্বমোট ৫৮৩ টি জাহাজকে সফলভাবে Hail/Monitor করে যা ইউনিফিল মিশনের মেরিটাইম টাস্কফোর্সে অংশগ্রহণকৃত জাহাজসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ।
- **আনমিস (দক্ষিণ সুদান)ঃ** বাংলাদেশ ফোর্স মেরিন ইউনিট (BANFMU) এর Force Protection দলের সদস্য কর্তৃক World Food Pragram (WFP) এর দুই জন সদস্যকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নীলনদ থেকে উদ্ধার করা হয়। BANFMU এর ডুবুরি দল গত ০৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে নীলনদে দুর্ঘটনা কবলিত যাত্রীবাহী বিমানের ধ্বংসাবশেষ ও আরোহীদের উদ্ধার করে এবং গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে WFP এর একটি কার্গো বিমানের পাইলট ও সহকারীদের সকলকে উদ্ধার করে যা UNMISS-এর সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে।
- **মিশন/বৈদেশিক নিয়োগে গুরত্বপূর্ণ অবদানঃ** বর্তমানে লেবানন এবং দক্ষিণ সুদানে নৌবাহিনীর যথাক্রমে দুটি যুদ্ধজাহাজে ও একটি ফোর্স মেরিন ইউনিটে এবং ০৭ টি মিশনে মিলিটারি অবজারভার, স্টাফ অফিসার, মিলিটারি লিয়াজো অফিসার হিসাবে সর্বমোট ৫০৮ জন নৌসদস্য নিয়োজিত রয়েছেন।

বানৌজা আলী হায়দার কর্তৃক ভূ-মধ্যসাগরে লাইভ ফায়ারিং

বানৌজা নির্মূল কর্তৃক বিদেশি জাহাজের সঙ্গে Replenishment at Sea তে অংশগ্রহণ

পানিতে নিমজ্জিত ইথিওপিয়ান সদস্যকে উদ্ধারের জন্য ব্যানএফএমইউ বোটকর্তৃক SAR অপারেশন

ব্যানএফএমইউ সদস্যগণ কর্তৃক হোয়াইট নাইল নদীতে টহল

২.৩.৬ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

বাংলাদেশ নৌবাহিনী গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এক্সারসাইজ, শুভেচ্ছা সফর এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ নিম্নরূপ:

- **এক্সারসাইজ/শুভেচ্ছা সফর:** গত ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ বানৌজা আবু বকর মালয়েশিয়া, মায়ানমার এবং বানৌজা সমুদ্র জয় শ্রীলংকা, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন ও ভারত সফর করে। এছাড়া বানৌজা ধলেশ্বরী মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফর করে এবং গত এপ্রিল ২০১৬ মাসে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত WPNS ও IFR- এ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বানৌজা সমুদ্র অভিযানে অংশগ্রহণ করে।
- **INDIAN OCEAN NAVAL SYMPOSIUM (IONS):** Blue Economy বাস্তবায়নে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ফলপ্রসূ নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সর্ববৃহৎ জোট Indian Ocean Naval Symposium (IONS) এর ৫ম দ্বিবার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় গত ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ১২টি দেশের নৌপ্রধানসহ ৩২টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।
- **গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) -এর সভাপতির পদ নির্বাচন:** বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০১৫-২০১৬ সালে North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) এর সভাপতি নির্বাচিত হয়ে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬তম North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) সম্মেলন ১৪-১৬ মার্চ ২০১৬ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে NIOHC এর সদস্য রাষ্ট্র, সহযোগী রাষ্ট্র, পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যোগদান করে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে। অয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করে।

২.৩.৭ আইন/বিধি-বিধান/নীতিমালা

২০১৫-১৬ অর্থবছরে The Navy (Amendment) Act, 2016 প্রণয়ন করা হয়। এ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা বহাল ও অক্ষুন্ন রাখা এবং ইতোমধ্যে অধ্যাদেশের কার্যকারিতা হারানোর ফলে সৃষ্ট আইনি শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে।

২.৩.৮ প্রকাশনা

অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরেও ত্রৈমাসিক নৌপরিক্রমা, বার্ষিকী নাবিক, নেভি জার্নাল এবং সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৩.৯ অন্যান্য প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- **National Maritime Policy প্রণয়ন:** বাংলাদেশের অর্জিত বিশাল সমুদ্রসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নৌবাহিনী কর্তৃক একটি যুগোপযোগী মেরিটাইম পলিসি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **সফলতা ও অর্জন:** মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদান এবং দেশের জলসীমায় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিরলসভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য গত ২৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'জনসেবায়' বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৬' প্রদান করা হয়।

২.৪ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

দেশের আকাশসীমা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মহান মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতা উত্তর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও তাঁর দিক নির্দেশনায় বিমান বাহিনীকে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফোর্সেস গোল-২০৩০ কে সামনে রেখে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তির উৎকর্ষের জন্য বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিমান বাহিনীর সার্বিক প্রচেষ্টায় এ বছরে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন বিমান, র‍্যাডার এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি। 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এই স্লোগানের মর্মবাণীকে বাস্তবে রূপদান করার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন ও দেশের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে বিবিধ উদ্যোগ। নিম্নে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নেয়া উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো, যা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাফল্য ও অগ্রগতির স্বাক্ষর বহন করে।

২.৪.১ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি

- **চুক্তি স্বাক্ষর:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য ২টি AW-119KX হেলিকপ্টার ট্রেইনার, ১১টি PT-6 প্রশিক্ষণ বিমান, ০১টি Short Range Air Defence (SHORAD) System এবং ০১টি Long Range Air Defence Radar ক্রয়ের নিমিত্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

Short Range Air Defence (SHORAD) System

PT-6 প্রশিক্ষণ বিমান

AW-119KX হেলিকপ্টার ট্রেইনার

- **Non Directional Beacon (NDB) ক্রয়:** নিরাপদ বিমান অবতরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশারের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন Non Directional Beacon (NDB) ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- **Aerodrome Identification Beacon (AIB) ক্রয়:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশারের জন্য রাত্রিকালীন নিরাপদ বিমান অবতরণের নিমিত্ত একটি Aerodrome Identification Beacon (AIB) ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২.৪.২ এয়ার ক্র্যাফট/মেশিন/যন্ত্রপাতি ক্রয়

- **High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) মেশিন ক্রয়:** বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার আয়ুস্কাল উত্তীর্ণ বিস্ফোরক ও গোলাবারুদ এর উপাদান চিহ্নিত ও নির্ণয়ের মাধ্যমে উক্ত বিস্ফোরকসমূহ পুনরায় ব্যবহার করা যাবে কিনা তা নির্ণয়ের লক্ষ্যে জার্মানিতে প্রস্তুতকৃত High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- **Bomb Locator ক্রয়:** আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন প্রকারের অবিস্ফোরিত বোমা (UXB) ও রকেট খুঁজে বের করার নিমিত্ত জার্মানিতে প্রস্তুতকৃত Bomb Locator ক্রয় করা হয়েছে।
- **Auto Scroring Systm ক্রয়:** ব্রাজিলের তৈরি আকাশ থেকে ভূমিতে গোলাবর্ষণ পর্যবেক্ষণ ও বৈমানিকের গোলাবর্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Auto Scroring Systm ক্রয় করা হয়েছে।
- **অত্যাধুনিক Conference System ক্রয়:** বিমান সদরের সহকারী বিমান বাহিনী প্রধানগণের Conference Room -এর জন্য ০৩ সেট অত্যাধুনিক Conference System ক্রয় এবং স্থাপনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৪.৩ ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- **হেলিকপ্টার ওভারহল প্ল্যান্ট স্থাপন:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত রাশিয়ার তৈরি Mi Series হেলিকপ্টারসমূহ সচল ও উড্ডয়নক্ষম রাখার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দেশের Overhaul Plant থেকে Overhaul/Repair কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এরই আলোকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একটি Overhaul Plant 216 MRO Unit স্থাপন করার লক্ষ্যে State Self-Supporting Foreign Trade and Investment Firm "UKRAINMASH", Ukraine এর সাথে ০৪টি Mi Series হেলিকপ্টার (০১টি বিদেশে এবং ০৩টি দেশে অর্থাৎ ২১৬ এমআরও তে) ওভারহল করার নিমিত্ত চুক্তিবদ্ধ হয়। ইতোমধ্যে একটি হেলিকপ্টারের ওভারহল সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য হেলিকপ্টারের ওভারহল কার্যক্রম চলছে।
- **বিভিন্ন ওভারহলিং ইউনিটে বিমান ও হেলিকপ্টার ওভারহলিং কার্যক্রম:** বিভিন্ন ওভারহলিং ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিট 214 MRO তে ০২টি F-7BG, 210 MU তে ০৫টি PT-6 বিমান ও 208 MU তে ০১টি Bell-206 হেলিকপ্টার ওভারহলিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, 208, 210 এবং 214 MRO প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিমান ও হেলিকপ্টারগুলো বিদেশে ওভারহল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হত, এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হত। বিমান বাহিনীর প্রতিষ্ঠিত এসব ওভারহলিং ইউনিটে বিমান ও হেলিকপ্টার ওভারহলিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে।

২.৪.৪ বিমান ও সিস্টেম-এর আধুনিকায়ন

- শিক্ষানবিস বৈমানিকদের নিরাপদ উড্ডয়নের জন্য ১২টি PT-6 বিমানে ১২ সেট ADF (Automatic Direction Finder) এবং ১২টি VHF RT Set সংযোজন করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক রুটে গমনাগমনের জন্য ০৩ (তিন)টি AN-32 বিমানে TCAS (Traffic Collision Avoidance system) স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতিসংঘ মিশনের চাহিদা অনুযায়ী জাতিসংঘ মিশন মালিতে তিনটি Mi-171SH হেলিকপ্টার এর নিরাপদ উড্ডয়নের জন্য তিন সেট HF RT (Prima-KV) ও তিন সেট i-Pad (Air-2) স্থাপন করা হয়েছে।
- Bell-206 হেলিকপ্টার Ser No-557-এর যোগাযোগ কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন মডেলের VHF RT (KTR 908) এবং Audio Control Panel (AMS-43H) স্থাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঘাঁটি মতিউর ও যোগাযোগ ইউনিটের মধ্যে মাইক্রোওয়েভ লিংকের যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপনের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।
- মাইক্রোওয়েভ রিপিটার স্টেশন সাতবর্গ (বি-বাড়িয়া), যাত্রাপাশা (মৌলভীবাজার) এবং 203 MU (রাজেন্দ্রপুর) তে স্থাপিত মাইক্রোওয়েভ রিপিটার স্টেশনের LOS Tower, LOS equipment এবং LOS equipment room বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য বজ্র নিরোধক যন্ত্র এবং Earthing system ক্রয় ও স্থাপনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

২.৪.৫ পদমর্যাদা উন্নীতকরণ

- বিমান বাহিনী প্রধানের পদটি এয়ার মার্শাল থেকে এয়ার চিফ মার্শাল পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।
- বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার, বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু ও বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক এর এয়ার অফিসার কমান্ডিং এর পদমর্যাদা গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে এয়ার কমোডর থেকে এয়ার ভাইস মার্শাল পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।
- বাহিনীত্রয়ের সদর দপ্তরে বিদ্যমান পরিচালক পদে সামঞ্জস্যতা আনয়ন ও কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোলের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে বিমান সদরের ৫টি পরিদপ্তরের পরিচালকের পদমর্যাদা গত ১০ মে ২০১৬ তারিখে গ্রুপ ক্যাপ্টেন থেকে এয়ার কমোডর পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

২.৪.৬ নতুন সরঞ্জামাদি ক্রয়ের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে Multi Role Combat Aircraft (MRCA), Attack Helicopter, Mi-171SH Helicopters, Maritime Search and Rescue (MSAR) Helicopter, Medium Range Surface to Air Missile (MSAM) System, UAV System ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৪.৭ মানবসম্পদ ব্যাবস্থাপনা

- **নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান:** ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৩৫৫টি শূন্য পদে নিয়োগ এবং ১৪৮৫ জন কর্মচারীকে (বিমান সেনাসহ) পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:**
  - **দেশে:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমি থেকে ১২২ জন ফ্লাইট ক্যাডেট প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে সংযুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে ৩৩ জন বৈমানিক। বিমান বাহিনী রিক্রুট প্রশিক্ষণ স্কুল থেকে ৬১৪ জন রিক্রুট প্রশিক্ষণ শেষে বিমানসেনা হিসাবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে সংযুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে ২৬৭ জন ও বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের ২৫ জন বিদেশি প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করেছে।

➢ **বিদেশে:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১৬৬ জন কর্মকর্তা ও ৯২ জন বিমানসেনাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত বিশেষ যন্ত্রপাতি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বিমান বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন বৃদ্ধি ও বন্ধুপ্রতিম দেশের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে।

২.৪.৮ কল্যাণমুলক কর্মকাণ্ড

- **বৃত্তি প্রদান:** বিমানসেনা, ধর্মীয় শিক্ষক ও এমওডিসি (এয়ার) সদস্যদের সন্তান যারা এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্য থেকে মেধা অনুসারে ১৯৮ জনকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বৃত্তি তহবিল ও বিমান বাহিনী মহিলা কল্যাণ সমিতি থেকে জনপ্রতি ২,০০০.০০ টাকা করে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- **টিকাদান কর্মসূচি:** জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি ও ভিটামিন এ ক্যাম্পেইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটির হাসপাতালগুলোতে টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বমোট ৩৬৯ জন শিশুকে (৫ বছর বয়স পর্যন্ত) টিকা প্রদান করা হয়েছে।
- **শীতবস্ত্র বিতরণ:** শীত মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, যশোর, লালমনিরহাট, শমশেরনগর, মৌলভীবাজার, বগুড়া এবং নীলফামারী এলাকায় দরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মহিলা কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে মোট ২০৭০টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

২.৪.৯ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি/ডিজিটাইজেশন

- **Air Command Operation Centre (ACOC) অপস রুমের ডিজিটাইজেশন:** ACOC অপস রুমের হাই কনফিগারেশন সরঞ্জামাদি স্থাপনের ফলে ACOC অপস রুমের সাথে বিভিন্ন ঘাঁটির অপস রুমের যোগাযোগ ও ভিডিও কনফারেন্সিং সম্ভবপর হয়েছে।
- **ভর্তি, বেতন ও ভাতাদি ডিজিটাইজেশন:** বিমান বাহিনীতে অফিসার, বিমানসেনা, এমওডিসি ভর্তি এবং বিমান বাহিনীতে কর্মরত অফিসার, বিমানসেনা, এমওডিসি ও বেসামরিক কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অন-লাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- **ক্যাটারিং ডিজিটাইজেশন:** বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু, বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার, বিমান বাহিনী ঘাঁটি মতিউর ও বিমান বাহিনী ঘাঁটি পিকেপি -এর আওতাধীন বিমান বাহিনী সদস্যদের রেশন সামগ্রী ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ায় BAF Customized software এর Catering Information Module ব্যবহার করে প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে স্বল্প সময়ে রেশন প্রদান ও গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং গুদামে রক্ষিত রসদ সামগ্রীর তাৎক্ষণিক মজুত জানা যাচ্ছে। চলতি অর্থ বছরেই বিমান বাহিনীর অন্যান্য ঘাঁটিতেও একই পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।
- **অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগ:** বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটিতে ৮০০০ মিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি স্থাপনের ফলে ল্যান/ওয়ান ও ইন্টারনেট সংযোগসমূহের গতি ও সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **ভূগর্ভস্থ টেলিফোন ক্যাবল সংযোগ:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ২১,৬১৫ মিটার ভুগর্ভস্থ টেলিফোন ক্যাবল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ স্থাপন করা হয়েছে।
- **ডিজিটাইজেশনে পারদর্শীতার হার উন্নয়ন:** সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিমান বাহিনীর ১০০% সদস্যকে কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী করার নিমিত্ত ইতোমধ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিমান বাহিনীর ৭৯.৬০% সদস্য কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করেছেন যা আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ সালে ১০০%-এ উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.৪.১০ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন ও আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১২টি Mi-17/Mi-171/Mi-171SH হেলিকপ্টার (০৬টি কঙ্গোতে, ০৩টি হাইতিতে ও ০৩টি মালীতে) এবং ০১টি সি-১৩০ পরিবহন বিমান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ বিমান বাহিনী থেকে ৪৬ জন মহিলা কর্মকর্তা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে আরও ০৯ জন মহিলা কর্মকর্তা শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন। নিম্নে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/বৈদেশিক নিয়োগ কার্যক্রম সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ/চিত্র তুলে ধরা হলো:

- **কঙ্গোতে কন্টিনজেন্ট রোটেশন:** ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৩৫৮ সদস্যের ০৩টি কন্টিনজেন্ট (BANASU-13, BANUAU-13 & BANATU-6) গত ২০১৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে MONUSCO, DR Congo তে Rotation করা হয়।

কঙ্গোতে কন্টিনজেন্ট গমনের পূর্বে মোনাজাতরত বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ

- **মালীতে কন্টিনজেন্ট রোটেশন:** ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১১০ সদস্যের ০১টি কন্টিনজেন্ট (BANASMU-2) ও ১৩ সদস্যের (BANUAU-1) অগ্রগামী দল গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে MINUSMA, Mali তে Rotation করা হয়।
- **হাইতিতে কন্টিনজেন্ট গমন:** গত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১১০ সদস্যের ০১টি কন্টিনজেন্ট (BANUAU-1), ০৩ টি Mi-171 SH হেলিকপ্টারসহ MINUSTAH, Haiti তে গমন করেছে।
- **শান্তিরক্ষা মিশন থেকে আয়:** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে নিয়োজিত বিমান বাহিনীর কন্টিনজেন্ট সদস্যদের ভাতা (Troops Cost), উড্ডয়ন (Flying Hours) এবং সরঞ্জামাদি Contingent Owned Equipment (COE) ইত্যাদি বাবদ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে জাতিসংঘ থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৩০.৮৮ কোটি টাকা আয় হয়; যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।
- **আন্তর্জাতিক উড্ডয়ন নিরাপত্তা সেমিনার-২০১৫:** দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে কার্যক্ষম ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত যুগোপযোগী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিমান বাহিনীর ফ্যালকন হল, ঢাকায় 'আন্তর্জাতিক উড্ডয়ন নিরাপত্তা সেমিনার' সম্পন্ন হয়। 'আন্তর্জাতিক উড্ডয়ন নিরাপত্তা সেমিনার' বিদেশি বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত তথ্য আদান প্রদান, উড্ডয়ন নিরাপত্তায় সহায়ক ভূমিকা রাখছে।
- **বন্ধুপ্রতিম দেশে ত্রাণ সহায়তা প্রদান:** গত ১৪ মে ২০১৬ সালে একটানা প্রবল বর্ষণে শ্রীলংকার বিভিন্ন অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হওয়ার পাশাপাশি মধ্যাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধ্বসে অনেক প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসাবে শ্রীলংকার কলম্বোতে ০১টি সি-১৩০ পরিবহন বিমানের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কর্তৃক সর্বমোট ১১ ঘণ্টা উড্ডয়ন করতঃ ৬,১৬৭ কেজি ত্রাণ সহয়তা প্রদান করা হয়।

শ্রীলংকায় ত্রাণসহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রীলংকান রাষ্ট্রদূত কর্তৃক বক্তব্য প্রদান

শ্রীলংকায় ত্রাণসহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সি-১৩০ বিমানে ত্রাণ উত্তোলন

২.৪.১১ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম

- **প্রকাশনা:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সকল সদস্যের চিত্ত ও জ্ঞান বিকাশ এবং উড্ডয়ন নিরাপত্তা সচেতনতা আনয়নের লক্ষ্যে বাৎসরিক ফ্লাইট সেফটি জার্নাল 'ব্লু এঞ্জেল' ও মাসিক 'নিউজ লেটার' প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া বিমান বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তথ্য সম্বলিত ০৩টি নিউজ লেটার 'ঈগল' এবং ০১টি 'বিমানসেনা' জার্নাল প্রকাশ করা হয়েছে।
- **বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান'কে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠান:** গত ০৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান'কে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান'কে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান

- **রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ-২০১৬ (গ্রীষ্মকালীন):** গত ০২ জুন ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমির রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ-২০১৬ (গ্রীষ্মকালীন) অনুষ্ঠিত হয়।

২.৫ সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর

সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সার্বিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন, মেডিকেল স্টোরস এবং সরঞ্জামাদির বাৎসরিক পরিকল্পনা, ক্রয় ও নিয়ন্ত্রণ, এএমসি, এডিসি ও এএফএনএস-এর সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের দেশে/বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং বিশেষজ্ঞ পুল নিয়ন্ত্রণসহ গ্রেডিং ও ক্লাসিফিকেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর প্রদান করে থাকে। এছাড়া এ মহাপরিদপ্তর চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণা কাজকে উৎসাহিত করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হালনাগাদ কারিগরি উন্নয়ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাসহ সার্বিক জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে যথাযথ নীতি প্রণয়নে অবদান রাখে। আন্তঃবাহিনী মেডিকেল ইউনিট সমূহ যেমন: আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট (এএফএমআই), আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথোলজি (এএফআইপি), আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল স্টোরস ডিপো (এএফএমএসডি) এবং আর্মড ফোর্সেস ফুড অ্যান্ড ড্রাগস ল্যাবরেটরি (এএফএফ এন্ডডি ল্যাব.)-এর উপর কারিগরি আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ এ মহাপরিদপ্তরের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এ মহাপরিদপ্তরের মূলমন্ত্র হচ্ছে সমরে ও শান্তিতে রাখিব সুস্থ।

২.৫.১ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

- মহাপরিদপ্তরে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন করা হয়েছে।
- এএফএমআই অফিসের প্রবেশ পথে ডিজিটাল রানিং ডিসপ্লে প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বেসামরিক রোগীদের অভ্যর্থনার পুরাতন অবকাঠামো পরিবর্তন করে এএফআইপি'তে অত্যাধুনিক অভ্যর্থনা স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।
- নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের জন্য এএফআইপিতে অত্যাধুনিক ব্লাড ব্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে।

সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তরের সোলার প্যানেল

২.৫.২ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি

বিভিন্ন সিএমএইচ এর জন্য এবং এর আওতাধীন আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথোলজি (এএফআইপি)-তে 3D Ultrasonogram Machine with Standard Accessories, Blood Gas Analyzer, Micro Wave Diathermy, Haemodialysis Machine, ICU Ventilator, Video Duodenoscope, Cervical and Pelvic Traction Unit, আধুনিক Color Doppler Echo Machine, Autoclave Machine, Dialysis Chair, Holter Machine ইত্যাদিসহ ৩৬ ধরনের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.৫.৩ প্রশাসনিক কার্যক্রম

শূন্যপদ পূরণ: সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর এবং এ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন এমসিএইচ এন্ডএফপি, এএফএমএসডি এবং এএফএফএন্ডডিল্যাব.-এ ১১-২০ গ্রেডের ৩৫টি পদে বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৫.৪ প্রশিক্ষণ

- **এএফএমআই কর্তৃক আয়োজিত কোর্স/প্রশিক্ষণ:** সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তরের আওতাধীন এএফএমআই কর্তৃক পিএইচডি, এমফিল, এমপিএইচ, এমডি, এমএস, মাস্টার অব হেল্‌থ ইনফরমেটিক্স, মাস্টারস ইন মেডিকেল এডুকেশন, এফসিপিএস, গ্রেডিং, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, মেডিকেল অফিসার্স বেসিক কোর্স, বিএসসি ইন নার্সিং (পোস্ট বেসিক), এএফএনএস অফিসার্স বেসিক কোর্স, ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি, অ্যাডভান্স ট্রেড ট্রেনিং, বেসামরিক ছাত্রীদের জন্য ৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স, সামরিক ও বেসামরিক সদস্যদের জন্য ৩ বছর মেয়াদী হেল্‌থ টেকনোলজি কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। চিকিৎসকদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিএসসি ইন নার্সিং ও হেল্‌থ টেকনোলজিতে প্রশিক্ষিত ও চৌকস জনবল তৈরির মাধ্যমে সামরিক, বেসামরিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এএফএমআই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।
- **বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:** ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬১ জন বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন এবং ০৮ জন বিশেষজ্ঞ বিদেশে অধ্যয়নরত রয়েছেন।
- **বিএসসি নার্সিং প্রশিক্ষণ:** ৭২ জন এএফএনএস কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৫.৫ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথোলজি (এএফআইপি) উত্তম মানব সেবা ও গবেষণার এক অনন্য উদাহরণ। এএফআইপি সশস্ত্র বাহিনী তথা বাংলাদেশের প্যাথোলজি বিষয়ে একমাত্র রেফারেন্স ল্যাবরেটরি। বিশ্বমানের জটিল এবং দুরূহ রোগ নিরূপণের অনন্য সেবা প্রদানে এ প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই জাতীয় পর্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিষ্ঠান হলেও এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ক্যান্সারসহ জটিল রোগ নির্ণয়ের দুর্লভ পরীক্ষার সুযোগ সর্বসাধারণকে প্রদান করা হচ্ছে।
- সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত বেসামরিক কর্মচারীদেরকে এবং ধর্মীয় শিক্ষকদেরকে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে।
- আর্মড ফোর্সেস ফুড এন্ড ড্রাগ্স ল্যাব.-এ এ ০২ সপ্তাহ ব্যাপী খাদ্যের মান পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। গত ডিসেম্বর ২০১১ থেকে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ক্রয়কৃত খাদ্য সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা আর্মড ফোর্সেস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ্স ল্যাব.-এ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২.৫.৬ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য কনটিনজেন্সি প্ল্যান (আপদকালীন পরিকল্পনা) প্রস্তুত করা হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০৩০' এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সিএমএইচ ঢাকার সঙ্গে অন্যান্য সকল সিএমএইচ সমূহের পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিডিও কনফারেন্স/টেলিমেডিসিন সিস্টেম চালু করা হয়েছে ।
- সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তরে ওয়াই ফাই নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে এবং নিজস্ব ওয়েব সাইট প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

২.৫.৭ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- এএফএমএসডি বৈদেশিক মিশনে চিকিৎসা স্থাপনায় ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করে আসছে।
- সিএমএইচ ঢাকায় Bone Marrow Transplantation (BMT) সেন্টার চালু করা হয়েছে। এ বিষয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ০৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর এবং Tata Medical Center ভারত এর মধ্যে "সমঝোতা স্মারক" (MoU) স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর ফলে ভারত থেকে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জটিল ব্লাড ক্যান্সার রোগীদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং প্রয়োজন বোধে বৈদেশিক কনসালটেন্ট এর পরামর্শ পাওয়া যাবে। এছাড়া স্বল্প সময়ে ভারত থেকে দক্ষ কনসালটেন্টগণের ব্যক্তিগত উপস্থিতি/ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জটিল ব্লাড ক্যান্সার রোগীদের দেশের অভ্যন্তরে বিশ্বমানের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২.৬ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ

জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দিক নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের স্ট্র্যাটেজিক লেভেলের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মিরপুর সেনানিবাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ জানুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। দেশীয় সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং বিদেশি সামরিক কর্মকর্তাগণকে জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, যা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অন্যতম প্রধান ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতি বছর প্রধানত ২টি কোর্স ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স (এনডিসি) এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স (এএফডব্লিউসি) পরিচালনা করা হয়। এনডিসি ও এএফডব্লিউসি কোর্স দু'টি প্রতিবছর যথাক্রমে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয়ে ডিসেম্বর মাসে গ্রাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। ২০১১ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর পর্যায়ে 'ক্যাপস্টোন কোর্স' চালু করা হয়েছে। এছাড়া মাস্টার্স অব স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এবং এমফিল ইন স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কোর্স চালু রয়েছে। ক্যাপস্টোন কোর্সে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কর্মচারী এবং বেসামরিক পরিমণ্ডলের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ক্যাপস্টোন, এনডিসি এবং এএফডব্লিউসি কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মচারীদের পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে।

২.৬.১ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এর অফিস ভবনের ৬ষ্ঠ তলার উপরে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত একটি মাল্টিপারপাস হল তৈরির জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ২,৮৭,০০,০০০.০০ (দুই কোটি সাতাশি লক্ষ) টাকা এবং পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৭,০০,০০,০০০.০০ (সাত কোটি) টাকা সহ সর্বমোট ৯,৮৭,০০,০০০.০০ (নয় কোটি সাতাশি লক্ষ) টাকা ব্যয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

২.৬.২ সাংগঠনিক উন্নয়ন

- বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৮২ টি বিভিন্ন পদবির (সামরিক এবং অসামরিক) নতুন পদ সৃষ্টি এবং TO&E ভুক্তকরণের জন্য জনপ্রশাসন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। পরবর্তী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ১৫টি যানবাহন TO&E ভুক্তকরণের জন্য জনপ্রশাসন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। পরবর্তী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২.৬.৩ প্রশিক্ষণ

- **ক্যাপস্টোন কোর্স:** ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা, দেশের নিরাপত্তা ও সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটানো এবং তাঁদের মাঝে সৌহার্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ০৮ জন জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য, ০৩ জন মেজর জেনারেল/সমতুল্য, ০৪ জন সচিব/অতিরিক্ত সচিব, ০২ জন জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক, ০২ জন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ০১ জন প্রধান প্রকৌশলী, ০১ জন বিচারক, ০২ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ০৬ জন স্বনামধন্য/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ০১ জন নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের চিকিৎসক, ০১ জন এনজিও প্রতিনিধি, ০১ জন অতিরিক্ত আইজিপি এবং ০২ জন অনারারী কনসাল জেনারেলসহ ৩৪ জন অংশগ্রহণ করে সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করেছেন। ফেলো মেম্বারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গঠনমূলক আলোচনা এই কোর্সের মূল প্রয়াসকে সার্থক করেছে।
- **এমফিল ইন স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ:** ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের আওতায় উচ্চতর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর অধীনে এম ফিল ইন স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ চালু করা হয়েছে। এ যাবৎ ০৪ জন বিদেশিসহ ৬০ জন কর্মকর্তা এমফিল সম্পন্ন করেছেন। আরও ২৯৫ জন কর্মকর্তা বর্তমানে এমফিল প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ২৯৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ০১ জন বিদেশিসহ সর্বমোট ৬৮ জন শিক্ষার্থী এমফিল পার্ট-১ সম্পন্ন করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গহর রিজভী কর্তৃক ক্যাপস্টোন কোর্স ২০১৬ -এর ফেলো মেম্বারদের সনদপত্র বিতরণ

- **মাস্টার্স অব স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (এমএসডিএস):** ২০০৭ সাল থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুরু হওয়া এএফডব্লিউসি কোর্সে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর অধীনে (২০০৮ সালে) মাস্টার্স অব ওয়ার স্টাডিজে মোট ৯৩ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ২০১০ সাল থেকে ২০১২-২০১৩ সাল পর্যন্ত ১৫৩ জন কর্মকর্তা মাস্টার্স অব সিকিউরিটি স্টাডিজ সম্পন্ন করেছেন। ২০১৩-২০১৪ থেকে ২০১৫-২০১৬ সাল পর্যন্ত ১১৯ জন (বিদেশি কর্মকর্তাসহ) মাস্টার্স অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।
- **ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স:** ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ব্যবস্থাপনায় ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৯ জন, নৌ বাহিনীর ০৫ জন, বিমান বাহিনীর ০৫ জন, সিভিল সার্ভিসের ১৩ জন এবং বিদেশি ২৬ জনসহ সর্বমোট ৭৮ জন দেশি/বিদেশি সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে এনডিসি ২০১৬ সম্পন্ন করেন।
- **আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স:** ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৫ জন, নৌ বাহিনীর ০৫ জন এবং বিমান বাহিনীর ০৫ জনসহ সর্বমোট ৩৫ জন শিক্ষার্থী আমর্ড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সাফল্যের সঙ্গে কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এনডিসি-২০১৬ -এর কোর্স মেম্বারদের গ্রাজুয়েশন সনদপত্র বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এএফডব্লিউসি-২০১৬ -এর গ্রাজুয়েশন সনদপত্র বিতরণ

২.৬.৪ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ক্যাপস্টোন, এনডিসি এবং এএফডব্লিউসি কোর্সে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ অতিথি বক্তা হিসাবে আগমন করেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণও এ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এ প্রতিষ্ঠানের এনডিসি এবং এএফডব্লিউসি কোর্স মেম্বারসহ ফ্যাকাল্টি ও স্টাফগণ বিভিন্ন দেশে শিক্ষা সফরে গমন করেন। এতে বিভিন্ন দেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রতিনিধিদের মত বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন হচ্ছে।

গেস্ট স্পিকার হিসাবে বক্তব্য প্রদান করছেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত

গেস্ট স্পিকার হিসাবে বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় স্পিকার

২.৬.৫ প্রকাশনা

- প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ অ্যান্ড একাডেমিক উইং এর তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের বাছাইকৃত গবেষণাপত্রের সমন্বয়ে ২০০১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশি/বিদেশি বিভিন্ন সামরিক/বেসামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রকাশনাগুলো বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের কোর্স মেম্বারদের বাছাইকৃত গবেষণাপত্র সমূহের সমন্বয়ে রিসার্স অ্যান্ড একাডেমিক উইং এর তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালে ০২টি এনডিসি জার্নাল, ০৩টি নিউজলেটার, ০১টি কলেজ ব্রোসিউর এবং ০১টি বার্ষিক পিকটোরিয়াল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে।

২.৭ ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুশৃঙ্খল ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৭ সালে মিরপুর সেনানিবাসে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড ও স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড ও স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে মিরপুর সেনানিবাসে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য সামরিক বাহিনীর নির্বাচিত অফিসারবৃন্দকে পরবর্তী উচ্চতর কমান্ড ও স্টাফ নিযুক্তির জন্য পেশাগতভাবে প্রস্তুত করা। উন্নত ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ আজ শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়াতেই নয় বরং পৃথিবীর সকল উন্নয়নশীল দেশের কমান্ড ও স্টাফ কলেজ সমূহের মধ্যে অন্যতম হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সর্বশেষ কোর্সে ২৩টি দেশের মোট ৬৭ জন বিদেশি অফিসারের কোর্সে অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন দেশ কর্তৃক শিক্ষার্থী প্রেরণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এই ইংগিতই বহন করে।

২.৭.১ অর্জন

- প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি প্রশিক্ষণের প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথকভাবে দেশি বিদেশি সামরিক প্রশিক্ষণার্থীদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর ডিএসসিএসসি কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- পেশাগত দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্য স্টাফ কোর্সের গুরুত্ব অপরিসীম। ডিএসসিএসসি কোর্সে ছাত্র প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ডিএসসিএসসি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এতে দেশে বিদেশে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-২০১৬ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ নিম্নরূপ:

বাহিনীসমূহ	দেশি প্রশিক্ষণার্থী	বিদেশি প্রশিক্ষণার্থী	মোট
সেনাবাহিনী	১৫৮	৩৫	১৯৩
নৌবাহিনী	২৩	১৫	৩৮
বিমান বাহিনী	২০	১৭	৩৭
মোট	২০১	৬৭	২৬৮

প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ

২.৭.৩ সংগঠন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

- ০৮টি পদ নতুনভাবে সৃজন করে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ডিএসসিএসসি'র ৫ দরজা বিশিষ্ট ১টি জিপ, ৩ দরজা বিশিষ্ট ৩টি জিপ এবং ১টি সিঙ্গেল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি প্রশিক্ষণের প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথকভাবে দেশি বিদেশি সামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর ডিএসসিএসসি কর্তৃক ৯ মাস মেয়াদী ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কোর্সের আয়োজন করা হয়। তিন বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, স্টাফ ও কমান্ড পর্যায়ে নিয়োগ এবং সার্বিকভাবে দায়িত্ব পালনে উপযোগী করে তোলা এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য।

ডিএসসিএসসি কোর্স ২০১৫-২০১৬ এর অনুশীলন

ডিএসসিএসসি কোর্স ২০১৫-২০১৬ এর শ্রেণিকক্ষ

২.৭.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

- দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করা হয়েছে। মাইক্রোসফট আউটলুক এক্সপ্রেস-এর মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ/তথ্যের আদান প্রদান এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রাদি ডাটা বেইজে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ডিএসসিএসসি'র কার্যক্রমের সহায়তাকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম, ইতিহাস, স্টাফ অফিসার এবং দেশী/বিদেশি ছাত্র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য ও ছবি সংরক্ষণের জন্য আধুনিক টাচস্ক্রিন কম্পিউটার (কিয়োস্ক) ও উল্লেখযোগ্য/প্রদর্শনযোগ্য ছবি নবনির্মিত একাডেমিক ভবন 'শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স-এ' স্থাপন করা হয়েছে।

ডিএসসিএসসি'র নতুন আর্কাইভ রুম

ডিএসসিএসসি'র কম্পিউটার ল্যাব

২.৭.৫ উন্নয়ন কার্যক্রম

- সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি)-এর জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৬,৬১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্প কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- গত ০৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত একাডেমি ভবন 'শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স' উদ্বোধন করেন।

২.৭.৬ প্রকাশনা

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেও ডিএসসিএসসি কর্তৃক টর্চ (ফেব্রুয়ারি), নিউজ লেটার (জুলাই-ডিসেম্বর) এবং মিরপুর পেপার (ডিসেম্বর) প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৮ মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখে মিরপুর সেনানিবাসে এমআইএসটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং প্রথম একাডেমিক কার্যক্রম ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে শুরু হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৪৫ জন সামরিক বাহিনীর ছাত্র কর্মকর্তা নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে ১২টি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ১৭৮৫ জন বেসামরিক, ৩৩৯ জন সামরিক এবং ০৬ জন বিদেশিসহ সর্বমোট ২১৩০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে অদ্যাবধি ২৫৩৭ জন শিক্ষার্থী সফলতার সাথে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এর পাশাপাশি ০৭টি বিভাগে এমএসসি, ০৬টি বিভাগে পিএইচডি এবং ০৩টি বিভাগে এমফিল প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। এমএসসি, এমফিল এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে ৩৯৩ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে।

২.৮.১ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এমআইএসটি'র একাডেমিক টাওয়ার বিল্ডিং-২-এর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ছাত্র কর্মচারীদের বাসস্থান সংস্কার করা হয়েছে।
- সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কংক্রিট ল্যাব আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং নতুন সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।
- কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ ল্যাব. স্থাপন করা হয়েছে।
- ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে একটি নতুন হাইভোল্টেজ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- মেকানিক্যাল বিভাগের অধীনে Hydrolic Pump Testing Lab স্থাপন করা হয়েছে এবং অটো-মোবাইল টেস্টিং ল্যাবে নতুনভাবে সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।
- নিউক্লিয়ার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে একটি নতুন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- টাওয়ার বিল্ডিং-২ এ নতুন ০১টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে।

২.৮.২ সংগঠন ও মানবসম্পদ

- বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর ৩৫৩ জনবলের পরিবর্তে বর্তমানে ৬৫৫ জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ২টি অধ্যাপকের পদ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে এবং ০১ জন সহযোগী অধ্যাপককে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২.৮.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

এমআইএসটি থেকে প্রতি বছরই যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীকে স্কলারশীপ, বৃত্তি ও স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়। চলতি শিক্ষাবর্ষে এমআইএসটি কর্তৃক ৪৩,৪৯,৭১৭/- টাকা স্কলারশীপ, বৃত্তি ও স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে।

২.৮.৪ সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও শর্ট কোর্স আয়োজন

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এমআইএসটি কর্তৃক নিম্নোক্ত ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও শর্ট কোর্স-এর আয়োজন করা হয়েছে:

- এমআইএসটি'র ইইসিই বিভাগের তত্ত্বাবধানে Microcontroller and Robotics শীর্ষক একটি Short Course আয়োজন করা হয়েছে।
- এমআইএসটি'র অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তত্ত্বাবধানে গত ১৩-১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে MIST Project Fair অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- এমআইএসটি'র স্থাপত্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে গত ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে একটি Architecture week এর আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।
- এমআইএসটি'র সিএসই বিভাগের অধীনে গত ১০ মার্চ ২০১৬ তারিখ থেকে ২৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত Short Course on Mobile Application Development 2016 অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত শর্ট কোর্সে বিভিন্ন বিভাগের সর্বমোট ৩১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।
- গত ০২-১৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে এমআইএসটি'র ইইসিই বিভাগের তত্ত্বাবধানে Electrical Protection and Energy Management System শীর্ষক একটি Short Course অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- এমআইএসটি'র নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তত্ত্বাবধানে গত ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে "Prospect of Ship Building Industries and Opportunities of Naval Architects in Bangladesh" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- গত ২৫ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে এমআইএসটি'র সিএসই বিভাগের তত্ত্বাবধানে "BDAPPS" নামে একটি Workshop আয়োজন করা হয়েছে।
- এমআইএসটি'র ইইসিই বিভাগের তত্ত্বাবধানে গত ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে Inter University National Robotics Competition "ROBOLUTION-2016" অনুষ্ঠিত হয়েছে।

"BDAPPS" -এর উপর ওয়ার্কশপের আলোকচিত্র

২.৮.৫ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

- এমআইএসটি'র ওয়েব সাইট উন্নয়ন এবং ক্লাউড সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- MIST Integrated Automation System এর Education Management System (EMS), Library Management System (LMS) এবং MIAS-এর অন্তর্ভুক্ত Admin Module Inventory এর Management System ও Asset Management System প্রণয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- Bus Tracking System, Hall Management System, Student Parade State, Alumni, Student's Discipline Record, Hall Attendance System, MIST Employee Registration, Support System সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় Apps প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৮.৬ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এমআইএসটি'র সিই বিভাগের তত্ত্বাবধানে 1st International Conference on advances in Civil Infrastructure and Construction Materials (CICM) 2015 শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- এমআইএসটি'র ইইসিই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান যুক্তরাষ্ট্রের New York থেকে সম্মানসূচক স্মৃতি স্মারক (Plaque) প্রাপ্ত হয়েছেন।
- এমআইএসটি থেকে ০৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত ১৩-২৬ জুন ২০১৬ তারিখে জার্মানি ও সুইডেনের বিভিন্ন সংস্থা পরিদর্শন করেছেন।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভারতের IIT (BOMBAY) Dir (VC)-এর নেতৃত্বে ০৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল এবং ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান Air Chief Marshal Arup Raha, PVSM, AVSM, VM, ADC এমআইএসটি পরিদর্শন করেছেন।

1st International Conference on Advances in Civil Infrastructure and Construction Materials (CICM) 2015 শীর্ষক সম্মেলনের আলোকচিত্র

২.৮.৭ প্রকাশনা

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেও এমআইএসটি থেকে MIST Journal of Science and Technology, MIST Newsletter, Prospectus (for B Sc. Engg) এবং MIST Magazine প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৮.৮ সাফল্য ও অর্জন

- একাডেমিক শিডিউল ক্লাস শুরুর ৬ মাস পূর্বে ঘোষিত হয় এবং কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। ফলে কোন সেশন জট তৈরি হয় না।
- সিই বিভাগের ২ জন ছাত্র IUT তে অনুষ্ঠিত "ট্রাস চ্যালেঞ্জ" প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং ১ম স্থান অর্জন করে।
- ২ জন সামরিক ছাত্র Energy Efficient Burner উদ্ভাবন করে।
- রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট উইং কর্তৃক Digital POP up Target & firing Result Automation System (FRAS) উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- National Power Week-2015 তে Solar Powered Automated Vehicle (Prototype) বানানোর মাধ্যমে MIST ৪র্থ স্থান লাভ করেছে।
- ১৮ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত Ecorun প্রতিযোগিতায় এমই বিভাগের "MOTOMIST" অংশগ্রহণ করে ১ম স্থান লাভ করেছে।
- গত ১৯-২০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বুয়েটে অনুষ্ঠিত IEEE WIECON-ECE 2015 শীর্ষক সেমিনারে এমআইএসটি'র ইইসিই বিভাগের ছাত্রছাত্রী কর্তৃক ২টি গবেষণা পত্র উপস্থাপন করা হয় যা Best Paper হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

Ecorun প্রতিযোগিতায় এমই বিভাগের "MOTOMIST" অংশগ্রহণ করে ১ম স্থান লাভ

২.৯ আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ

১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ৫৬ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে। আর্মি মেডিকেল কোরে প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি সামরিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের চিকিৎসাপরিচর্যার গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে বেসামরিক প্রশাসনকে যুগোপযোগী চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত এমবিবিএস ডিগ্রির জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত মেডিকেল ছাত্র/ছাত্রীদের পাঁচ বৎসরের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপনান্তে বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস তথা জাতীয় পর্যায়ে উচ্চমান সম্পন্ন পেশাদার ডাক্তার তৈরি করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব। বর্তমানে এ কলেজে প্রতি ব্যাচে ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ১২৫ জন এবং ছয়টি ব্যাচে মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ৭৫০ জন।

২.৯.১ প্রশাসনিক আধুনিকায়ন

- ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বেগবান করার জন্য আধুনিক শিক্ষা উপকরণ সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- একটি হ্যান্ড ও একটি গ্লাস মেটাল ডিটেক্টর, নিরবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তার জন্য তিনটি ডিজিটাল ওয়ার্ক-থ্রু মেটাল ডিটেক্টর ডরমেটরি ও মসজিদের প্রবেশদ্বারে স্থাপন করা হয়েছে।
- মহিলা ডরমেটরির লাইব্রেরিতে ৬টি এসি স্থাপন করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ডাইনিং সুবিধা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ক্রোকারিজসহ ফুডওয়ার্মার ক্রয় করা হয়েছে।
- বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান সরঞ্জাম ও বই ক্রয় করা হয়েছে।

২.৯.২ সাংগঠনিক উন্নয়ন

- বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত এএফএমসি'র বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে অতিরিক্ত ১৩২ জনবল বৃদ্ধি এবং ২৪টি যানবাহন অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১৫টি মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, ১৫টি ল্যাপটপ, ৫টি স্ক্যানার, ২টি স্পাইরাল মেশিন, ২টি লেমিনিটিং মেশিন এবং ২টি পেপার শ্রেডার মেশিন টিওঅ্যান্ডইতে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২.৯.৩ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

- **শূন্যপদ পূরণঃ** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২য় শ্রেণির ৩টি (১টি কিউরেটর, ১টি ট্যাক্সি ডার্মিস্ট ও ১টি সহকারী লাইব্রেরিয়ান) শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- **চাকরির সুবিধা বৃদ্ধিঃ** জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী উচ্চতর গ্রেড, কর্মচারীদের গ্রেড ভিত্তিক পরিচিতি, পেনশন ও গ্র্যাচুইটি এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, অবসরভোগীদের পেনশন, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়ন বৃদ্ধি হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণঃ** অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকগণ পেশাগত উন্নয়নের জন্য এম মেড কোর্সসহ বিভিন্ন শর্ট কোর্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং ওয়ার্কশপ সমূহে অংশগ্রহণ করেন। জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও অন্যান্য পদবির সৈনিকদের পেশাভিত্তিক এবং ক্যাডেটদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষকের মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৯.৪ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- ক্যাডেটদের ভাল ফলাফলের লক্ষ্যে বিভিন্ন বৃত্তি প্রদানসহ কল্যাণমূলক কাজের জন্য মাসিক পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের (সাংস্কৃতিক/খেলাধুলা ও বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম ইত্যাদি) জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- দুর্যোগ মোকাবেলা ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।

২.৯.৫ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য-উপাত্ত, সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি সংরক্ষণ করার জন্য অন লাইন ক্যাডেট ম্যানেজমেন্ট ও রেজাল্ট প্রসেসিং সফটওয়্যার প্রচলন করা হয়েছে।
- ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কলেজে দুটি ওয়েবসাইট প্রণয়ন করে পুরো কলেজকে নেটওয়ার্ক-এর আওতায় আনা হয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান সহজতর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগের ক্লাশরুমে ডিজিটালাইজড ইকুইপমেন্ট এবং কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়াসহ বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষা উপকরণ সংযোজন করা হয়েছে।
- ক্যাডেটগণের প্রফেশনাল বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জন ও অতি অল্প সময়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত কলেজ অভ্যন্তরে অধিক গতি সম্পন্ন ওয়াই-ফাই সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে ক্যাডেটগণ তাদের পেশাগত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত অতি সহজেই সংগ্রহ করতে পারছে।
- নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে ২২টির অধিক স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং-এর ফলে কলেজের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে।

অনলাইন ভর্তি কার্যক্রমের উদ্বোধন

এনাটমি ডিপার্টমেন্টে প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত মাল্টিহেডেড মাইক্রোসকোপ

২.৯.৬ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- শিক্ষার প্রসারের অংশ হিসাবে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ অতি সম্প্রতি মেডিকেল বোর্ড অব ক্যালির্ফোনিয়া, ইউএসএ এবং ইউকে মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়া মালয়েশিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল-এর স্বীকৃতি লাভের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ২০১৫-২০১৬ শিক্ষা বর্ষে ১০ জন বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী এমবিবিএস কোর্স ও ইন্টার্নশিপ শেষ করে ডাক্তার হয়ে নিজ দেশে প্রত্যাগমন পূর্বক চিকিৎসা সেবায় নিবেদিত রয়েছেন। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ১০ জন বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী (নেপাল-০৭ এবং ভারত-০৩) সহ বিভিন্ন দেশের মোট ৩৩ জন অধ্যয়নরত আছেন।
- দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ক্যাডেটগণ অংশগ্রহণ করছে। গত ১২-১৩ আগস্ট ২০১৫ University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia তে অনুষ্ঠিত 13th Inter Medical School Physiology Quiz (IMSPQ) প্রতিযোগিতায় কলেজের ০৫ সদস্যের ক্যাডেট প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে।
- গত ০১ থেকে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ব্যাংকক থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'Humanitarian Assistance and Disaster Relief in Military Medical School Curriculum এর উপর '1st International Conf of Mil Medical Schools ২০১৫' সম্মেলনে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের ০৩ জন চৌকস ক্যাডেটসহ ০৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে কলেজের সকল অর্জন তুলে ধরেন।

মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত 13th Inter Medical School Physiology Quiz (IMSPQ) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এএফএমসি ক্যাডেটবৃন্দ

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত '1st International Conf of Mil Medical Schools 2015' সম্মেলনে এএফএমসি প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ

- ২০১৫ সালের মার্চ মাসে কুয়েত মিলিটারি প্রতিনিধিদল, এপ্রিল মাসে ভারতের মিলিটারি অ্যাটাচি, জুন মাসে ইউএসএ প্যাসিফিক রিজিওনাল কমান্ডিং জেনারেল প্রতিনিধিদল এবং আগস্ট মাসে মালয়েশিয়ার AIMST ইউনিভার্সিটি প্রতিনিধিদল এ কলেজ পরিদর্শন করেন। উল্লিখিত সকল প্রতিনিধি দল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাদের নিজেদের দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহযোগিতা কামনা করেন।

ভারতীয় মিলিটারি অ্যাটাচি কর্তৃক সৌজন্য সাক্ষাত

এআইএমএসটি ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া প্রতিনিধিদলের পরিদর্শন

২.৯.৭ আইন/বিধি/নীতিমালা

- এএফএমসি নির্দেশিকা-১/২০১৫ সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী নীতিমালা (এসওপি) সংশোধন করা হয়েছে।

২.৯.৮ গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা/জার্নাল/সাময়িকী

- ২০০৫ সাল থেকে এ কলেজ "JAFMC" শিরোনামে একটি মানসম্মত মেডিকেল জার্নাল বছরে দুইবার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে যা দেশে-বিদেশে মেডিকেল পেশাজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। জার্নালটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা বিষয়ক ওয়েব HINARI তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- ক্যাডেটদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে 'উন্মেষ' নামে ০১টি ম্যাগাজিন, কলেজের কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে 'এএফএমসি নিউজ লেটার' শিরোনামে ০২টি সংখ্যা প্রতি বছর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও প্রতি বছর ১ম বর্ষের ক্যাডেটগণ কর্তৃক দেয়াল পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

২.৯.৯ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ও অর্জন

- বর্তমান কম্পিউটার ল্যাবটিকে অত্যাধুনিক মানের কম্পিউটার ল্যাব হিসাবে পরিগণিত করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও উন্নতমানের নতুন কম্পিউটার দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।

অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাবের উদ্বোধন

কম্পিউটার ল্যাবে কমান্ডান্ট-এর সঙ্গে ক্যাডেটবৃন্দ

- আরামদায়ক পরিবেশে ক্যাডেটদের পড়াশুনার জন্য লেকচার হল-২ সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সাউন্ড সিস্টেম সমৃদ্ধ একটি উন্নতমান সম্পন্ন লেকচার গ্যালারিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি বিভাগ এবং পুরুষ ও মহিলা ডরমেটরির রিডিং রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।
- এএফএমসি'র লাইব্রেরি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ সংস্করণ ও পর্যাপ্ত বই পুস্তক দ্বারা সমৃদ্ধ। লাইব্রেরিতে পড়াশোনার আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মনোনিবেশের জন্য লাইব্রেরির সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ই-লাইব্রেরি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এএফএমসি লাইব্রেরি বুক কর্নার

এএফএমসি লাইব্রেরি স্টুডেন্ট কর্নার

- কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, মাইক্রোবায়োলজি এবং বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের ক্লাশরুমে পর্যাপ্ত পরিমাণ আধুনিক মানের নতুন আসবাবপত্র প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
- কলেজের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে ৪টি হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর ও একটি গ্লাস মেটাল ডিটেক্টরসহ ৩টি ডিজিটাল ওয়াক-থ্রু মেটাল ডিটেক্টর মসজিদের প্রবেশদ্বারে এবং ০২টি পুরুষ ও মহিলা ডরমেটরিতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।
- বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে ক্যাডেট সংখ্যা ৫৮৩ জন। পুরুষ ও মহিলা ডরমেটরিতে রুম সংখ্যা সর্বমোট ৩২০টি। বর্তমানে পুরুষ ক্যাডেটের চেয়ে মহিলা ক্যাডেটের সংখ্যা বেশি হওয়ায় মহিলা ক্যাডেটদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য মহিলা ডরমেটরিতে বারান্দা' লিফটের পাশে ৩৮টি রুম তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে কয়েকটি রুম তৈরি হয়েছে এবং অবশিষ্ট রুম তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। বর্ধিত রুম সমূহ ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত এমবিবিএস ছাত্রীদের আবাসনের জন্য ব্যবহৃত হবে।
- বর্তমানে সৈনিক লাইন না থাকায় এমটি গ্যারেজের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে সেনাসদস্যগণ বসবাস করছে। ১০০ জনবলের জন্য কুকহাউজ, ডাইনিং হল, বিনোদন কক্ষ, অতিথি কক্ষ এবং নিচ তলায় স্টোর রুম সহকারে একটি সৈনিক লাইন তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- পুরুষ ও মহিলা ডরমেটরির ক্যাডেটগণের স্বাস্থ্যসম্মত ও গরম খাবার পরিবেশনের জন্য উভয় ক্যাডেট মেসের ডাইনিং হলে আধুনিক মানের ফুড ওয়ার্মার প্রদান করা হয়েছে।
- কলেজের ১ম তলায় অবস্থিত বর্তমান ক্যান্টিনকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্থানান্তরের কাজ চলমান রয়েছে। এতে অত্যাধুনিক ও নান্দনিক পরিবেশে ছাত্রছাত্রী তাদের অভিভাবক এবং অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ স্বাস্থ্য সম্মত খাবার গ্রহণের সুবিধা পাবেন।

২.১০ বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ) সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরির একমাত্র সামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। কারখানাটি ১৯৭০ সালের ০৬ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে গাজীপুর জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠানে রাইফেল, কার্তুজ, গ্রেনেড, মর্টার বম্ব উৎপাদন এবং গ্রেনেড ফিউজ ও ১০৫ মি.মি. আর্টিলারি শেল অ্যাসেম্বলি করা হয়। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদের চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.১০.১ সাফল্য ও অগ্রগতি

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সেনা সদরের চাহিদা অনুযায়ী ১৪,০০৩টি ৭.৬২ মি.মি. রাইফেল বিডি-০৮; ৫১,০০১ মিলিয়ন বিভিন্ন মি.মি.-এর কার্তুজ ও বিস্ফোরক; ২,০০,০০০টি গ্রেনেড হ্যান্ড আর্জেস-৮৪ বিডি; ২,০০,০০০টি ফিউজ (এইচই) এবং ৮০,০০০টি জিআই বক্স (অ্যামোনিশন প্যাকিং) উৎপাদন করা হয়েছে।

বিওএফ উৎপাদিত ৭.৬২ মি.মি. কার্তুজ

এইচই গ্রেনেড

এইচই ফিউজ

- বিওএফকে সেনাসদর কর্তৃক ১০ বছরের জন্য প্রতি বছর ২৫,০০০ করে ৮২ মি.মি. মর্টার বম্ব তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের স্বার্থে সিএনসি লেদ মেশিন সংবলিত নতুন একটি উৎপাদন লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিওএফ ৬০ মি.মি. ও ৮২ মি.মি. মর্টার বম্ব এবং ৬০ মি.মি. মর্টার গান তৈরির কারিগরী জ্ঞান অর্জন করেছে।

বিওএফ কর্তৃক উৎপাদিত বম্ব ৬০ মি.মি. মর্টার, ৬০ মি.মি. মর্টার, বম্ব ৮২ মি.মি. মর্টার

২.১০.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন গ্রেডের মোট ৯১টি শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭১ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২.১০.৩ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

- Non Mercury Based Primer Cap Manufacturing Plant.
- Fuze Manufacturing Plant for Grenade Hand Arges-84 BD.
- Up-Gradation & Modernization of BOF Quality Control Lab.
- Implementation of ICT Project including Development of Existing Security System.
- Establishment of Explosive Testing Lab in BOF with all standard Equipment, Accessories including TOT and Installation.

২.১১ আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক আর্মি সিলেকশন বোর্ড (ASB) গঠন করা হয়। ১৯৭৬ সালে তিন বাহিনীর কর্মকর্তা নির্বাচনের লক্ষ্যে এই বোর্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড (ISSB) হিসাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়।

২.১১.১আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদের কর্মপরিধি

- প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন করা।
- প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রতি সেশনে প্রায় ৫০০০ প্রার্থীর যথোপযুক্ত পরীক্ষা পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন একাডেমিতে প্রেরিত চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত অফিসার ক্যাডেটদের যোগ্যতা পুনঃমূল্যায়ন করার নিমিত্ত তাদের একাডেমিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রার্থী নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

২.১১.২ প্রশিক্ষণ

সশস্ত্র বাহিনীতে দক্ষ, যোগ্য, চৌকস ও পেশাদার অফিসার নির্বাচনের জন্য যোগ্য নির্বাচকমণ্ডলী তৈরির লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ সংস্থা কর্তৃক ডেপুটি প্রেসিডেন্ট কোর্স, গ্রুপ টেস্টিং অফিসার কোর্স এবং সাইকোলজিস্ট কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১২ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড

বাংলাদেশ আর্মড সার্ভিসেস বোর্ড (বিএএসবি) সদর দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন জেলায় ডিস্ট্রিক্ট আর্মড সার্ভিসেস বোর্ড (ডিএএসবি) সমূহের মাধ্যমে সারাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকরিরত সদস্যদের কল্যাণার্থে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ১৯৪২ সালে 'সোলজারস, সেইলরস এন্ড এয়ারম্যানস বোর্ড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকে এ সংস্থা 'বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড' নামে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে দেশের ২০টি জেলায় ডিএএসবি কার্যালয় চালু রয়েছে এবং আরও ১০টি জেলায় ডিএএসবির কার্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কর্মরত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মানবিককারণে/স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অব্যাহতির পক্ষে সত্যতা যাচাই, প্রাক্তন সদস্যদের/ পোষ্যদের পারিবারিক পেনশন প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা এবং প্রাক্তন সদস্যদের বিভিন্ন সংস্থায় চাকরিতে পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে সহযোগিতা করা।

২.১২.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৫৪টি শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- পরিচালক এবং উপ পরিচালক কর্তৃক নিয়মিতভাবে অধীনস্থ জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড (ডিএএসবি) সমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
- বাজেট প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং চাকরির বিধানবলী বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
- ২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার রাজস্ব আয় সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

২.১২.২ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- ০৩টি মটর সাইকেল ও ০২টি জিপ গাড়ি ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বিভিন্ন পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১২.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ বসবাসরত যে সকল এলাকায় সিএমএইচ-এর চিকিৎসা সেবা নেই/দূরবর্তী সে সকল এলাকার সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে ২২টি জেলায় (দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, টাংগাইল, জামালপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, নোয়াখালী, সিলেট, খুলনা, কুড়িগ্রাম, নওগাঁ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মাদারীপুর, সুনামগঞ্জ, মাগুরা, ভোলা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর এবং লক্ষ্মীপুর) মেডিকেল ডিসপেনসারি স্থাপন করা হয়েছে এবং সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের বিনামূল্যে বহিঃবিভাগ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- অসহায়/দুঃস্থ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বৃদ্ধ বয়সে সেবা প্রদানের নিমিত্ত রংপুরে "শান্তি নিবাস" নামে একটি বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২.১৩ প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা ক্রয় অধিদপ্তর (ডিজিডিপি) এর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে ১৯৭৬ সালে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর নামে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর একটি আন্তঃবাহিনী প্রতিষ্ঠান যা মূলত বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী এবং ক্ষেত্র বিশেষে পুলিশ এবং আধা-সামরিক বাহিনীর ক্রয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করে থাকে। ডিজিডিপি তিন বাহিনীর সদর দপ্তর কর্তৃক চাহিদাকৃত বিবিধ প্রকার সামগ্রী ও প্রতিরক্ষা দ্রব্যাদি দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় করে থাকে। এ ছাড়াও ডিজিডিপি সশস্ত্র বাহিনীর ক্রয় সংক্রান্ত কর্মপন্থা/নীতিমালার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো।

২.১৩.১ সংগঠন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

- বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ০৪ (চার) জন কর্মচারী Supply Chain Management (SCM) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে ০৩ (তিন) জন কর্মচারী Supply Chain Management (SCM) শীর্ষক Diploma Course in এ এবং ০১ (এক) জন কর্মচারী 'অফিস ব্যবস্থাপনা' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

২.১৩.২ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- **ইলেক্ট্রনিক ডিফেন্স প্রোকিউরমেন্ট (ই-ডিপি) বাস্তবায়ন:** সশস্ত্র বাহিনীর ক্রয় কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, দ্রুততর ও আধুনিকায়ন করার জন্য ইলেক্ট্রনিক ডিফেন্স প্রোকিউরমেন্ট (ই-ডিপি) প্রবর্তনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নীতকরণ:** প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ৩১টি ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সার্বক্ষণিক ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান মনিটরিং এবং মনিটরিং তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সিসিটিভি'র দৃশ্যাবলী দূরবর্তী মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমেও মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি ফ্লোরের প্রবেশ দ্বারে Turnstile Gate (৭টি) এবং ০৩টি 'এক্সেস কন্ট্রোল' গেইট স্থাপন করা হয়েছে।

টার্নস্টাইল গেইট

এক্সেস কন্ট্রোল গেইট

- **টেন্ডার নোটিশ ও মেইল যোগাযোগের উন্নীতকরণ:** প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের ক্রয় কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ডিজিডিপি'র নিজস্ব ওয়েব সাইটে টেন্ডার নোটিশ, ক্ষেত্র বিশেষে টেন্ডার স্পেসিফিকেশন, ক্রয় পরিকল্পনা এবং অন্যান্য তথ্য সার্বক্ষণিক আপডেট রাখা হচ্ছে।

২.১৩.৩ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ মহাপরিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকসহ তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/ফ্যাক্টরিসমূহ পরিদর্শনের নিমিত্ত দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীন সফর করেন।
- বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈদেশিক প্রস্তুতকারী/সরবরাহকারী প্রতিনিধি উভয় দেশের মধ্যে সামরিক ক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং মত বিনিময়ের জন্য এ মহাপরিদপ্তর পরিদর্শন করেন।

২.১৩.৪ প্রকাশনা ও অন্যান্য

- ডিজিডিপি'র চারটি উইং-এর বিবিধ ক্রয় কার্যক্রম, বিগত পাঁচ বছরের তুলনামূলক ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণী, অনিষ্পন্ন চুক্তির বিবরণ, সরবরাহকারীর তালিকা, আর্থিক জরিমানা, অডিট আপত্তি, আইন বিষয়াদি, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাজেট ব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি ও প্রশাসনিক বিষয়াদির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন/অনুশীলনের জন্য এ মহাপরিদপ্তরে অনুষ্ঠিত মাসিক সভার মাধ্যমে উপ-পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক সর্বস্তরের কর্মচারীদের নিয়মিত প্রেষণা প্রদান করা হয়।

২.১৪ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর

প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এ সংস্থার কাজের প্রকৃতি ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। বাহিনীত্রয় ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ সংস্থা অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের অন্যতম প্রধান এ গোয়েন্দা সংস্থা। সংস্থায় একটি মহাপরিচালক ও সাতটি পরিচালকের পদ রয়েছে। সরকারকে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ এর অন্যতম দায়িত্ব।

২.১৪.১ নির্মাণ/সরঞ্জামাদি ক্রয়

- চট্টগ্রাম শাখা ডিজিএফআই-এর শাখা অধিনায়কের ব্যবহৃত বিদ্যমান অফিস কমপ্লেক্সের নিচ তলার উপর ২য় ও ৩য় তলা নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- রাঙ্গামাটি শাখার বিদ্যমান অফিস ভবনের ৪র্থ তলার উপরে ৫ম তলা এবং কুক হাউজের ২য় তলার উপরে ৩য় তলায় ডাইনিং হল নির্মাণ করা হয়েছে।
- রাজশাহী শাখা ডিজিএফআই-এর বিদ্যমান অফিস ভবন ও সৈনিক লাইন-এর ২য় তলার উপর আনুষঙ্গিক কাজসহ ৩য় তলা নির্মাণ করা হয়েছে।
- যশোর সেনানিবাসে শাখা ডিজিএফআই-এর জন্য আনুষঙ্গিক কাজ ও জেনারেটর শেডসহ ১x৫০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।
- শাখা ডিজিএফআই বান্দরবানের জন্য আনুষঙ্গিক কাজ ও জেনারেটর শেডসহ ১x৩০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের এমটি অফিসের সম্মুখে গাড়ি পার্কিং করণের জন্য হার্ডস্ট্যান্ডিং করণ এবং অফিস কমপ্লেক্সের জন্য আনুষঙ্গিক কাজসহ ১x৪০০x২০০ মি.মি. গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।
- শাখা ডিজিএফআই বরিশালে বিদ্যমান ১x৪ 'ডি' টাইপ অফিসার্স বাসস্থান (৫ তলার ভিত) এর ২য় তলার উপর আনুষঙ্গিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ১x২ 'ডি' টাইপ বাসস্থান (৩য় তলা) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- শহীদ সালাহউদ্দিন সেনানিবাসে শাখা ডিজিএফআই-এর জন্য আনুষঙ্গিক কাজসহ বিদ্যমান ১টি সৈনিক মেস এবং কুক হাউজ ইমারত নং ৪৯৪-এর উপর ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ করা হয়েছে।
- গোয়েন্দা কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ঘাটাইল শাখা ডিজিএফআই'তে এনটি-০১৫ (পুলিশ মনিটরিং সেট), সিকিউরিটি সার্ভেল্যান্স সেট, ডিজিটাল ভয়েজ রেকর্ডার, ডিজিটাল রিপিটার, ডিজিটাল ওয়াকিটকি সেট এবং টেলিফোন একচেঞ্জ মার্কস সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ময়মনসিংহ শাখা ডিজিএফআই-এর জন্য ০৬টি ইউএসবি ভয়েজ রেকর্ডার, ০৩টি ওয়েব ক্যামেরা, ০১টি মিডিয়া প্যাড এবং ০১টি ভিডিও আইফোন ক্রয় করা হয়েছে।

২.১৪.২ সংগঠন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

- **নতুন সাংগঠনিক ইউনিট সৃষ্টি:** বিভিন্ন জেলায় ডিজিএফআই-এর নতুন ০৮টি শাখা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৪টি শাখার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- **বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন প্রতিবেদন:** প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- **শূন্যপদ পূরণ:** সহকারী পরিচালকের ১৫টি, উপ-সহকারী পরিচালকের ১৮টি এবং ধর্মীয় শিক্ষকের ০১টি পদ পূরণের লক্ষ্যে নিয়োগপত্র প্রদানের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ডিজিএফআই'র সামরিক বাহিনীর ২৮ জন এবং বেসামরিক কর্মচারী ৪৫ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:** ডিজিএফআইতে কর্মরত মোট ৪৮৩ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১৪.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও গতিশীল প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বহুমুখী কল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ। যেমন: কর্মচারীদের হজে প্রেরণ, আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি, মৃত কর্মচারীর পরিবারকে সহযোগিতা, ঋণ প্রদান ও স্থায়ী পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১৪.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- ডিজিএফআই এর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অধিক ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।
- গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যুগোপযোগী ও রেকর্ডিং ডিভাইস ডিজিএফআইতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- অত্যাধুনিক স্পাই ফোন এবং ওয়েব মেইলের মাধ্যমে অফিসিয়াল দৈনন্দিন ডাক/চিঠিপত্র আদান প্রদান করা হচ্ছে।
- ডিজিএফআই -এর নব নির্মিত সেইফ হাউজের নিরাপত্তার জন্য সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিএফআই এর কর্মচারী এবং অফিসসমূহের জন্য আইপি ফোন এবং বিভিন্ন স্থানে ওয়েব ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

২.১৪.৫ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত ডিজিএফআই এর কভার পদে মোট ১২ (বারো) জন সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।
- ডিজিএফআই'তে কর্মরত বেসামরিক ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের চাকরি থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করে জিডি, পাচক ও মেসওয়েটার পেশায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আওতায় এসটিএমকে/মেহেনী প্রকল্পে প্রেরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ০১ জন সামরিক কর্মকর্তাকে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- সেনাবাহিনীর আওতায় ডিজিএফআই'তে কর্মরত ০৩ জন মেসওয়েটার'কে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ডিজিএফআই-এ কর্মরত ৯৩ জন কর্মচারী বিভিন্ন দেশে সিম্পোজিয়াম, পিএসআই, প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

২.১৪.৬ প্রশাসনিক ও অন্যান্য

- ডিজিএফআই-এর নিজস্ব অর্থায়নে মসজিদ তৈরি, এমটি গ্যারেজ, ডিউটি পোস্ট তৈরি, সিগন্যাল রুম এবং টয়লেট ও বাথরুম টাইলস ফিটিং, ক্যান্টিন বর্ধিতকরণ, বাউন্ডারি ওয়াল, সৈনিক লাইনের টাইলস ফিটিং, নামাজ পড়ার রুমে এসি স্থাপন, লাইব্রেরি স্থাপন, কর্মচারীদের এবং মাঠকর্মীদের বসার ব্যবস্থা গ্রহণ, থাই গ্লাস ও ফার্নিচার ক্রয় এবং অফিসের জন্য অফিস টেবিল ক্রয় করা হয়েছে।
- প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট/জঙ্গী দমনে গোয়েন্দা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২.১৫ আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর

মহান স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি Attached Department হিসাবে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) গঠিত হয়। আইএসপিআর-এর মূল কর্ম পরিধির মধ্যে রয়েছে: সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকাণ্ড গণমাধ্যমে তুলে ধরা, সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন, সশস্ত্র বাহিনীর জনসংযোগ ও মিডিয়ার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি ।

২.১৫.১ সাংগঠনিক উন্নয়ন

- সাংগঠনিক কাঠামোতে উপপরিচালক, হিসাব রক্ষক ও ড্রাইভার প্রতিটির একটি করে মোট তিনটি পদ সৃষ্টির বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা- ১ সেট, ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা- ১ সেট, প্রিন্টারসহ ডেস্কটপ কম্পিউটার-২টি, ল্যাপটপ/ট্যাবলেট-২টি, স্ক্যানার-১টি, প্লেন পেপার কপিয়ার-১টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ভ্যান-১টি ও মটর সাইকেল-১টি অন্তর্ভুক্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১৫.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আইএসপিআর এর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
০৪ জন	Certificate in English Proficiency	নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
০১ জন	English Spoken Genon Master Package Course	সাইফুর'স প্রাইভেট লি:, ফার্মগেট, ঢাকা।
০৪ জন	Weekend Basic Course on Photography	পাঠশালা, সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট।
০১ জন	ডিজিটাল ফটোগ্রাফি	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট।

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে যোগ্য ও উপযুক্ত বিবেচনায় ০৩ জন কর্মচারীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

২.১৫.৩ মিডিয়া সমন্বয়

আইএসপিআর গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা এবং জনসংযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মিডিয়া হাউজে গমন ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জনসংযোগ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে একাধিক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের আইএসপিআর কর্তৃক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত মিডিয়া কভারেজ/সমন্বয়ের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হল:

অর্থ বছর	মিডিয়া কভারেজ/সমন্বয়	সংবাদ বিজ্ঞপ্তি	দুর্বার/অনির্বাণ অনুষ্ঠান প্রচার	বিজ্ঞাপন প্রকাশ
২০১৫-২০১৬	২৭২ টি	৪৫৩ টি	২১ টি	১২৭৫ টি

উক্ত মিডিয়া কার্যক্রমের মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১০টি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২১টি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সম পদমর্যাদার ব্যক্তিবর্গের ৩০টি এবং বাহিনী প্রধানগণের ১০১টি কভারেজ হয়েছে।

২.১৫.৪ আইএসপিআর পেশাদারিত্ব

- আইএসপিআর কর্তৃক প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রেরণ করা হচ্ছে।
- আইএসপিআর পরিদপ্তর পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার মাধ্যমে উদ্ভূত যে-কোনো পরিস্থিতি দায়িত্বশীল ও সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে সশস্ত্র বাহিনীর অনুকূলে জনসাধারণের সম্মুখে সঠিক চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে।
- আইএসপিআর কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যসমূহ দ্রুত, নির্ভুল ও সময়োচিত হওয়ায় অধিকাংশ মিডিয়া তথ্যসূত্র হিসেবে গ্রহণ করে তা গণমাধ্যমে প্রচার করে থাকে।
- আইএসপিআর তার জনসংযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি মিডিয়া তথা সকলের কাছে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

২.১৬ ক্যাডেট কলেজ

ক্যাডেট কলেজসমূহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পাশাপাশি সমান গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ক্যাডেটদেরকে সুনাগরিক এবং চৌকস ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সামরিক কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ এবং নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্যাডেটদেরকে সমাজের সকল ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে ছেলেদের ০৯টি এবং মেয়েদের ০৩টি সহ মোট ১২টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে।

২.১৬.১ ক্যাডেটদের সাফল্য

- প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বোর্ড পরীক্ষায় ক্যাডেট কলেজ বরাবরই অত্যন্ত ভাল ফলাফল অর্জন করছে এবং অধিকাংশ শিক্ষা বোর্ডে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। ২০১৫-১৬ সালে এইচএসসি, এসএসসি এবং জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ এর হার ৯৮.৬৬%। নিম্নে ০৩ বছরের জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি'র ফলাফল দেখানো হলো:

সাল	এইচএসসি		এসএসসি		জেএসসি	
	পরীক্ষার্থী	জিপিএ-৫	পরীক্ষার্থী	জিপিএ-৫	পরীক্ষার্থী	জিপিএ-৫
২০১৬	৫৯৪	৫৭৫	৬১৫	৬১০	-	-
২০১৫	৬১৩	৬১৩	৬০৫	৫৯৫	৫৯০	৫৯০
২০১৪	৬০৯	৬০৪	৬১০	৬০৮	৬৩১	৬৩০

- ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ক্যাডেটরা সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সাম্প্রতিককালে ক্যাডেটদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৭৮ জন ক্যাডেট সামরিক বাহিনীতে অফিসার পদে যোগদানের লক্ষ্যে বর্তমানে মিলিটারি একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত রয়েছে।

২.১৬.২ প্রশিক্ষণ

ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে:

ক। টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং (TOT);

খ। পটেনশিয়াল অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসরস্ ট্রেনিং (PAPT);

গ। পটেনশিয়াল হাউস মাস্টার ট্রেনিং (PHMT);

ঘ। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং (SMT);

ঙ। ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

চ। কাতার সেন্টার ফর ক্যারিয়ার ডেভলপমেন্ট (QCCD)-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ড. শওকত চান্দনা কর্তৃক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

ছ। ইংলিশ, ফ্রান্স ও চায়নিজ ল্যাংগুয়েজ কোর্স।

২.১৬.৩ ডিজিটাইজেশন

ক্যাডেট কলেজসমূহে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত মেশিন রিডেবল পরিচয় পত্র প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১৬.৪ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- গত ১৬-২৩ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত Duke of Yorks Royal Military School, UK থেকে ০৩ জন কর্মকর্তা এবং ১০ জন শিক্ষার্থী বাংলাদেশে আগমন করেন এবং ক্যাডেট কলেজ পরিদর্শন সহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।
- ইংল্যান্ডের স্বনামধন্য স্টো স্কুল-এর প্রতিনিধি দল গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ক্যাডেট কলেজ পরিদর্শন করেন। এ পরিদর্শন ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ক্যাডেট কলেজের সঙ্গে স্টো স্কুলের Exchange Programme-এর দ্বার উন্মোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

Duke of Yorks Royal Military School এর প্রতিনিধিবৃন্দের বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ের আলোকচিত্র

স্টো স্কুলের প্রতিনিধিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সভাপতি, ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ

২.১৬.৫ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ক্যাডেট কলেজের কর্মরত ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসাজনিত এবং মৃত্যুজনিত কারণে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সাহায্য হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

২.১৬.৬ প্রশাসনিক ও অন্যান্য

- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৯১টি শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৩৯ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ১২টি প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা) পদ সৃজনের জন্য প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- কলেজের নিয়মিত বাজেট থেকে প্রতিটি কলেজের সংস্কার/মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১৭ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী একটি সংগঠন যা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। দেশের যুব সমাজ তথা ইউনিভার্সিটি, কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামরিক ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতৃত্বদান ও দেশ সেবার মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাবেক ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর, বাংলাদেশ ক্যাডেট কোর (BCC) ও জুনিয়র ক্যাডেট কোর-কে একীভূত করে ১৯৭৯ সালের ২৩ মার্চ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর গঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড/সাফল্য বছরব্যাপী ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ড্রিল, অস্ত্র প্রশিক্ষণ (ফায়ারিং ও বেয়োনেট ফাইটিং), ফিল্ড ট্রেনিং (ফিল্ড ক্রাফট, ব্যাটেল ড্রিল, ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং), সামরিক ইতিহাস পাঠ, ম্যাপ রিডিং, আন-আর্মড কম্ব্যাট, ফাস্ট এইড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, সমাজ কল্যাণ, সাংস্কৃতিক বিকাশ ও চর্চার উপর প্রশিক্ষণ, রেপলিং ও দুঃসাহসিক অভিযান। এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে যুব সমাজের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন, তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ, দেশ সেবায় ত্যাগের মনোভাব গঠন ও সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগানো ও সুশৃংখল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে বহিঃশত্রুর আক্রমণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারির প্রতিরোধ বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা।

২.১৭.১ সাংগঠনিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- নতুন ০৩টি রেজিমেন্ট (তিস্তা রেজিমেন্ট রংপুর, কপোতাক্ষ রেজিমেন্ট যশোর এবং শেরে বাংলা রেজিমেন্ট বরিশাল) গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বিএনসিসি প্রশিক্ষণ একাডেমি বাইপাইল, সাভারে ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০৪টি ট্রেনিংসেড নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিএনসিসি'র মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু তদারকি, পরিদর্শন ও সম্পাদনের জন্য ০১টি পিকআপ এবং ০১টি জিপ গাড়ি ডিজিডিপি এর মাধ্যমে ক্রয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- নতুন ০৩টি রেজিমেন্ট গঠনের জন্য ২১ জন সামরিক কর্মকর্তা ও ২০৪ জন বেসামরিক কর্মচারীসহ সর্বমোট ২২৫ সংখ্যক জনবলের পদ সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- উক্ত রেজিমেন্টের মধ্যে ইতোমধ্যে তিস্তা রেজিমেন্ট, রংপুর ও কপোতাক্ষ রেজিমেন্ট, যশোরে প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং শেরেবাংলা রেজিমেন্ট, বরিশালে প্রশাসনিক ভবনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য সিলেট ও বগুড়ায় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

২.১৭.২ প্রশাসনিক উন্নয়ন

- **শূন্যপদ পূরণ:** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের ১৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের ৩৩টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** উচ্চমান সহকারী থেকে সুপারিনটেনডেন্ট পদে ০১ (এক) জন, অফিস সহকারী পদ থেকে উচ্চমান সহকারী পদে ০৬ (ছয়) জন এবং ক্যাশিয়ার পদে ০১ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২.১৭.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

রাষ্ট্রের উন্নয়নে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড যেমন: যাত্রী সেবা, বৃক্ষরোপন অভিযান, রক্তদান কর্মসূচি, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, যে কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিএনসিসি'র ক্যাডেটগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন।

ঈদুল আযহার সময় যাত্রী সেবায় ঢাকা সদর ঘাটে বিএনসিসি ক্যাডেটদের অংশগ্রহণ

২.১৭.৪ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- **ভারত সফর:** গত ১১ নভেম্বর ২০১৫ থেকে ১৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০১ জন কর্মচারী ও ০৬ জন ক্যাডেট ভারতের উড়িষ্যা, ১৫ অক্টোবর ২০১৫ থেকে ২২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০১ জন কর্মচারী ও ০৮ জন ক্যাডেট ভারতের কর্ণাটক এবং ১৫ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ০৪ জন কর্মচারী ও ১২ জন ক্যাডেট ভারতের দিল্লী সফর করেছেন।
- **শ্রীলংকা সফর:** বিএনসিসি অধিদপ্তর-এর তত্ত্বাবধানে ১০ অক্টোবর ২০১৫ থেকে ২০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ জন কর্মচারী ও ১০ জন ক্যাডেট শ্রীলংকা সফর করেছেন।
- **নেপাল সফর:** বিএনসিসি অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ থেকে ০৯ মার্চ ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ০৪ জন কর্মচারী ও ০৮ জন ক্যাডেট নেপাল সফর করেছেন।
- **মালদ্বীপ সফর:** বিএনসিসি অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে ০৪ ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০১ জন কর্মচারী ও ০৪ জন ক্যাডেট মালদ্বীপ সফর করেছেন।
- **বিদেশি ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (এনসিসি) প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফর:** মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ভারত থেকে ০২ জন কর্মচারী ও ২০ জন ক্যাডেট, শ্রীলংকা থেকে ০৪ জন কর্মচারী ও ১০ জন ক্যাডেট, মালদ্বীপ থেকে ০১ জন কর্মচারী ও ০৪ জন ক্যাডেট এবং নেপাল থেকে ০৪ জন কর্মচারী ও ০৮ জন ক্যাডেট বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময়ে শ্রীলংকা ও নেপালের এনসিসি'র মহাপরিচালকগণ বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালীন তাঁরা দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিদেশি এনসিসি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২.১৭.৫ আইন প্রণয়ন

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর পরিচালনার জন্য ইতোপূর্বে কোন আইন প্রণীত হয়নি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর আইন (অ্যাক্ট) ২০১৬'-এর খসড়া গত ১৩ জুন ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠক কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়েছে।

২.১৭.৬ প্রশিক্ষণ

- **রেজিমেন্ট প্রশিক্ষণ অনুশীলন:** বিএনসিসি অধিদপ্তরের ০৫টি রেজিমেন্ট (সেনা) ও ০২টি উইং (নৌ ও বিমান)-এর তত্ত্বাবধানে ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুশীলনে ৩,১০৬ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেছেন।
- **ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অনুশীলন:** ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অনুশীলনে ২০১৫-২০১৬ প্রশিক্ষণ বর্ষে ০২টি পর্বে ৮,৯৫৬ জন ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

বিএনসিসি ক্যাডেটদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ অনুশীলনে অংশগ্রহণ

বিএনসিসি ক্যাডেটদের অ্যাসাল্ট কোর্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

- **কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ অনুশীলন (CTE):** ২০১৫-১৬ প্রশিক্ষণ বর্ষে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ অনুশীলনে (CTE) ৬৫০ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেন এবং এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি বিএনসিসি প্রশিক্ষণ একাডেমী বাইপাইল, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়।
- **অন্যান্য প্রশিক্ষণ:** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে শীতকালীন মহড়ায় ৯০০ জন, আন-আমর্ড কম্ব্যাট প্রশিক্ষণে ৯০ জন, অ্যাডভান্সড লিডারশিপ প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৭ জন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩৪ জন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কোর্সে ১৪ জন, ফাস্ট এইড প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৩১ জন এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৬০ জন সহ সর্বমোট ১৪,০৬৮ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেছেন।
- **বিজয় দিবস:** মহান বিজয় দিবস প্যারেড-২০১৫ উপলক্ষ্যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকায় আয়োজিত শিশু কিশোর সমাবেশে বিএনসিসি'র ক্যাডেটগণ অংশগ্রহণ করেছেন।
- **মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস:** মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকায় আয়োজিত শিশু-কিশোর সমাবেশে বিএনসিসি'র ক্যাডেটগণ অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মহান বিজয় দিবস প্যারেডে বিএনসিসি ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন

বিএনসিসি ক্যাডেটদের মহান বিজয় দিবস প্যারেডে অংশগ্রহণ

২.১৮ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির অভিযাত্রায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি)-এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধিদপ্তর অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রয়োগবিদ্যার মাধ্যমে আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণসহ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রঝড়, টর্নেডো, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদির পূর্বাভাস ও সতর্ক সংকেত প্রদানকারী একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও এ অধিদপ্তর সংঘটিত ভূমিকম্পের মাত্রা, ইপি সেন্টার (Epicentre) কেন্দ্র থেকে দূরত্ব এবং উৎপত্তির সময় নির্ণয়, সুনামির সতর্ক সংকেত, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ নিরাপদ বিমান চলাচলের জন্য আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাত্ত, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তাসহ নিরাপদ নৌ চলাচলে নদীবন্দরের জন্য পূর্বাভাস এবং সতর্ক বার্তা প্রদান করে। কৃষি, খাদ্য ও সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জলবায়ু তথ্য, এ সংক্রান্ত ঋতুভিত্তিক পূর্বাভাস, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস এবং জ্যোর্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত কার্যাদিও এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সঠিক সময়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করে সম্পদ ও জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখাসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিদপ্তরটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের আওতায় ৪০টি ১ম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, ১০টি পাইলট বেলুন পর্যবেক্ষণাগার, ৪টি রইনসন্ডি পর্যবেক্ষণাগার, ১৯টি কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, ৫টি রাডার স্টেশন, ৪টি স্যাটেলাইট ইমেজ রিসিভিং গ্রাউন্ড স্টেশন, ১০টি ভূ-কম্পন পর্যবেক্ষণাগার, ১টি মেরিন মিটিওরোলজিক্যাল পর্যবেক্ষণাগার ও ৮টি বিমানবন্দরে পর্যবেক্ষণাগার ও পূর্বাভাস কেন্দ্র রয়েছে।

ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

২.১৮.১ নির্মাণ ও সরঞ্জামাদি ক্রয়

- সিলেট ও ফেনী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ২টি নতুন অফিস ভবন এবং ইন্সপেকশন বাংলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে পর্যবেক্ষণাগার দু'টি-কে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। সিলেটে ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ঢাকায় অপারেশনাল কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের জন্য ৯ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ চলছে।
- দেশের ১৩টি নদী বন্দরের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার আধুনিকায়ন ও ডরমেটরি ভবন নির্মাণ কাজ চলছে।
- ডিজিটাল পাইলট বেলুন থিওডোলাইট- ২টি, পোর্টাবল হাইড্রোজেন গ্যাস জেনারেটর- ৩টি, কম্পিউটার- ২০টি, ব্রডব্যান্ড সিসমোমিটার - ৬সেট এবং ২২টি আবহাওয়া স্টেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
- বিভিন্ন পর্যবেক্ষণাগারে অটোমেটিক ওয়েদার সিস্টেম ২৮ সেট এবং স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টিমাপক যন্ত্র ১৩ সেট স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের ১৪টি নদী বন্দর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের জন্য ১৪টি অটোমেটিক ওয়েদার সিস্টেম, ৮টি Thunderstorm and Lightning Detection System with Telemetry, ৪টি Air Quality Monitoring System with Telemetry এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কনভেনশনাল আবহাওয়া যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন স্থানে ৬টি সিস্মিক পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে।

২.১৮.২ সংগঠন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

- ৫টি ১ম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার (৫টি ইউনিট), বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৪০ জন জনবল এবং ২১টি সিসিটিভি ক্যামেরা সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ১০টি শূন্য পদ পূরণ এবং ৬ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অধিদপ্তরের ২৩ জন, বিমান বাহিনীর ২৮ জন, নৌ-বাহিনীর ১১ জন কর্মচারীকে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ১৮৯ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৬ জন আবহাওয়া বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত সহায়তায় গাজীপুরস্থ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে স্থাপিত "Agrometeorological and Crop Modeling Lab"-এ অধিদপ্তরের আবহাওয়া বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ১০ (দশ) জন বিজ্ঞানীকে Agrometeorological and Crop Modeling-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস প্রদানে ব্যবহৃত Storm Surge Model-এর কার্যকারিতা, মডেল পরিচালনা করা এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১৮.৩ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের উন্নয়ন করা হয়েছে। অধিদপ্তরীয় সকল তথ্যাদি নিয়মিতভাবে দিনে দুই বা ততোধিকবার আপডেট করা হয়ে থাকে।
- ঢাকাস্থ ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রে সার্ভার স্থাপন করে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণাগারসমূহের ৮৭টি ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল ওয়েদার সিস্টেম স্থাপন এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অতি দ্রুত আবহাওয়ার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও আদান-প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- Japanese Satellite "Himawari Cast" Receiving System-এর মাধ্যমে আবহাওয়া উপাত্ত ও Satellite Imageries সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- দেশের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া উপাত্ত আদান-প্রদানের জন্য Software Upgradation করা হয়েছে।

২.১৮.৪ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও নরওয়িজিয়ান মিটিওরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর যৌথ উদ্যোগে দক্ষ মানব সম্পদ গঠন ও গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য আবহাওয়া বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রচেষ্টায় বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO), Japan International Co-operation Agency (JICA), বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভলেপমেন্ট ব্যাংক (ADB) ও অন্যান্য দাতা সংস্থা, উন্নত দেশের সমৃদ্ধ আবহাওয়া সার্ভিসসমূহ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আবহাওয়া ও জলবায়ু গবেষণা কেন্দ্রসমূহ সরাসরি এ অধিদপ্তরের সংগে সম্পৃক্ত রয়েছে।
- এ অধিদপ্তরে ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "The Eighth Monsoon Forum" ও ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ অনুষ্ঠিত "User Need Assessment workshop for Developing Climate Data Portal for Bangladesh" শীর্ষক সেমিনারে দেশি-বিদেশি গবেষক ও আবহাওয়াবিদগণ অংশগ্রহণ করেন।

২.১৮.৫ আইন/বিধি-বিধান/নীতিমালা

- 'আবহাওয়া আইন-২০১৬' প্রণয়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অতিশীঘ্রই তা চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করা হবে।
- বিদ্যমান নিয়োগবিধি-১৯৮৪ এবং সাংগঠনিক কাঠামোর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে।

২.১৮.৬ উন্নয়ন কার্যক্রম

- **"সিলেটস্থ নির্ভরশীল আবহাওয়া অফিস, ফেনীস্থ পাইলট বেলুন পর্যবেক্ষণাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও ফেনীতে নতুন ২টি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- ঢাকা ও সিলেটস্থ অপারেশনাল কাজে নিয়োজিত কর্মচারীগণের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৩টি আবাসিক ভবন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **"বাংলাদেশের ১৩টি নদী বন্দরে ১ম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালীকরণ"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৩টি নৌ-পূর্বাভাস কেন্দ্রের মেরামত ও সংরক্ষণ, ডরমেটরি ভবন নির্মাণ, অত্যাধুনিক ডিজিটাল আবহাওয়া যন্ত্রপাতিসহ কনভেনশনাল আবহাওয়া যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপনের কাজ চলছে।
- **"ঢাকা ও রংপুর মিটিওরোলজিক্যাল রাডার সিস্টেম স্থাপন (ডিটেইলড ডিজাইন)"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জাপানি পরামর্শকের মাধ্যমে ঢাকার জয়দেবপুর এবং রংপুর রাডার টাওয়ার ভবনের স্থাপত্য নকশাসহ স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এবং রাডার যন্ত্রের ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- **"Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "Strengthening Meteorological Information Services and Early Warning Systems (Component-A)' under 'Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project" এর ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.১৮.৭ প্রকাশনা

এ অধিদপ্তর কর্তৃক "Dew-Drop" শিরোনামে একটি Scientific Journal of Meteorology & Geo-physics বছরে দুইবার প্রকাশিত হচ্ছে।

২.১৯ বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ গবেষণা ও প্রয়োগধর্মী উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান। মহাকাশ প্রযুক্তিভিত্তিক গবেষণা ও এর যথাযথ প্রয়োগ এবং সম্প্রসারণের পদক্ষেপ হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১৯৯১ সালের ২৯ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বন ও পরিবেশ, কৃষি, মৎস্য, ভূ-তত্ত্ব, মানচিত্র অংকন, পানি সম্পদ, ভূমি ব্যবহার, আবহাওয়া, ভূগোল, সমুদ্রবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা কাজে নিয়োজিত এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল, তত্ত্ব ও তথ্য বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী সংস্থাকে সরবরাহ করে থাকে। এর মাধ্যমে স্পারসো জন্মলগ্ন থেকেই ভূ-সম্পর্কিত গবেষণার বহুবিধ বিষয়ে গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

২.১৯.১ অর্জনসমূহ

- **আমন ও বোরো ধানের আবাদী এলাকার পরিমাণ নির্ধারণঃ** স্পারসোর কৃষি বিভাগ আমন ও বোরো ধানের আবাদী এলাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দপ্তরে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কৃষি বিভাগ কর্তৃক আলু চাষের আবাদী এলাকা নির্ধারণ করার জন্য "Integrated Application of Satellite Remote Sensing And Mobile RS Ground Equipment Technology for Identification & Monitoring of Potato and Wheat crop Areas in Bangladesh" শীর্ষক পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে। আশা করা যায় দেশের আলু উৎপাদনের আবাদী এলাকার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই পাইলট প্রকল্পের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

- **দূর অনুধাবন ও জিআইএস প্রযুক্তিভিত্তিক বন এলাকা পর্যবেক্ষণঃ** বাংলাদেশে ভূমির ব্যবহারের ধরন পরিবর্তনের প্রভাবে বনভূমি এলাকারও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বনভূমির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য দূর অনুধাবন ও জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মধুপুর শালবন এলাকার বনভূমির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণার ফলাফল বনভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- **রিমোট সেন্সিং টেকনোলজি ও জিপিএস সিস্টেম ব্যবহার করে বরগুনা সদর উপজেলা সাইক্লোন শেল্টারের অবস্থান সংবলিত মানচিত্র প্রণয়নঃ** প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি লাঘবে সাইক্লোন শেল্টারের অবস্থান সংবলিত মানচিত্রের গুরুত্ব বিবেচনায় রিমোট সেন্সিং ও জিপিএস পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বরগুনা সদর উপজেলা সাইক্লোন শেল্টারের অবস্থান চিহ্নিত করে একটি মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার সাইক্লোন শেল্টারসমূহের সমন্বিত একটি মানচিত্র প্রণয়নের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।
- **মৎস্য চাষের উপযোগী জলাশয় সম্পর্কিত সমীক্ষা পরিচালনঃ** মৎস্য চাষের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দূর অনুধাবন এবং জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের জলাধারের (Water bodies) আয়তন, অবস্থান, অবস্থা এবং মৎস্য চাষের উপযোগী জলাধারের উপাত্ত ভাণ্ডার প্রণয়ন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় গত ২০১৫-২০১৬ সময়ে সাতক্ষীরা জেলার মৎস্য চাষের উপযোগী জলাধারের আয়তন, অবস্থা, অবস্থান ও উপযোগিতা সমীক্ষা করা হয়েছে। এ সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল উপাত্ত ভাণ্ডার মৎস্য চাষের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে।

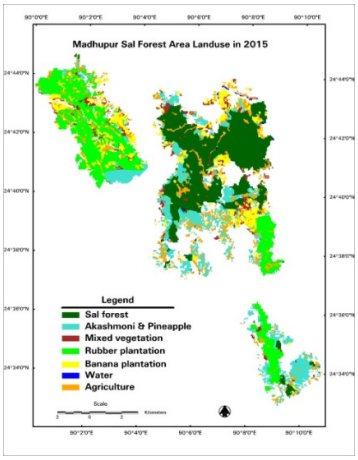

২০১৫ সালে মধুপুর শালবনের ভূমি ব্যবহার

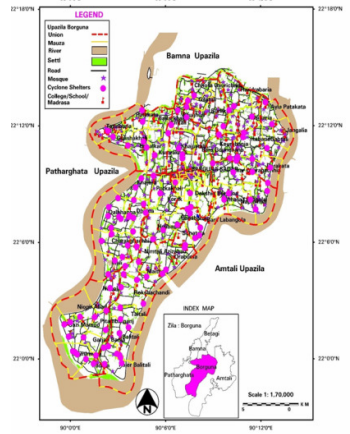

বরগুনা সদর উপজেলা সাইক্লোন শেল্টারের অবস্থান সংবলিত মানচিত্র

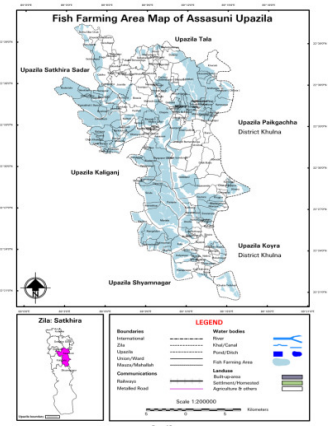

আশাসুনি উপজেলা মৎস্য খামার এলাকা

- **লবণ চাষ ও এর আর্থ-সামাজিক প্রভাবঃ** এগ্রো অ্যান্ড হাইড্রো মেট্রোলজি বিভাগে "Study on Socio-Economic Effects due to Landuse Changes in the South-Eastern Part of Bangladesh (Teknaf and Moheshkhali Upazila of Cox's Bazar District)" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, লবণ চাষের ফলে পরিধি প্রতি বছর টেকনাফ ও মহেশখালী উপজেলায় যথাক্রমে ১.৭% ও ৪.২% বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট চাষী ও শ্রমিকদের আয় ৩ থেকে ৬ গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

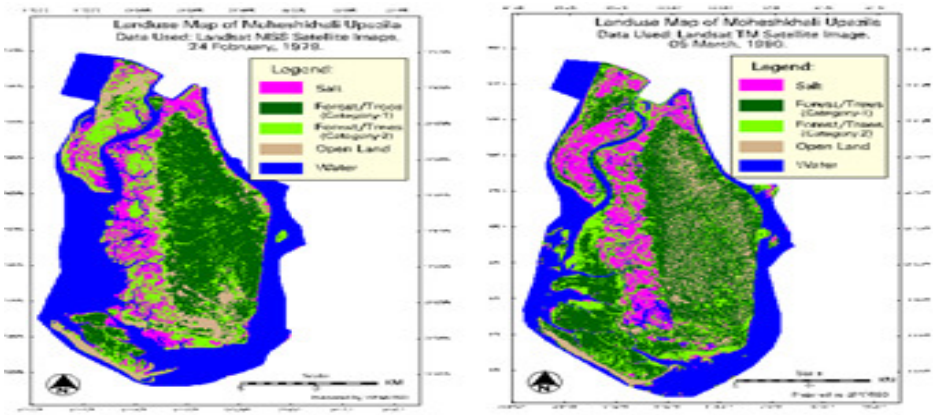

মহেশখালী উপজেলা ১৯৭৯ এবং ১৯৯০ সালের লবণ চাষভুক্ত জমি Magenta Color দিয়ে দেখানো হয়েছে।

- **উপকূলীয় দ্বীপসমূহের মানচিত্র প্রণয়নঃ** রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে Coastal Morphological Changes of Bangladesh Using Remote Sensing & GIS Technologies শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে হাতিয়া, নিঝুমদ্বীপ, সন্দ্বীপ ও মনপুরা দ্বীপ সমূহের সংলগ্ন এলাকায় কিছু নব জাগরিত দ্বীপের অবস্থান দেখা

- **এরিয়াল ফটো এনালগ থেকে ডিজিটালে রূপান্তর:** গবেষণা কাজে ডিজিটাল উপাত্ত ব্যবহারের সুবিধার্থে ১৯৮৩-৮৪ সালে গৃহীত বাংলাদেশের আকাশ আলোক চিত্র (Aerial Photo) ইনফ্রারেড (IRC) ছবি সমূহ ২৫০০ ফ্রেমকে ডিজিটাল উপাত্তে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের বাংলাদেশের আকাশ আলোক চিত্র (Aerial Photo) ইনফ্রারেড (IRC) ছবির (১০" × ১০") হার্ডকপি (এনালগ ডাটা) ডিজিটাল ডাটায় রূপান্তর করা হয়েছে। উক্ত ডিজিটাল ডাটা গবেষণা ও স্পারসোর আর্কাইভ-এ সংরক্ষণ করা হবে। কাজের পরিমাণ ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচ শত) ফ্রেম। ১৯৭৫-৭৬ সালের বাংলাদেশের আকাশ চিত্র (Aerial Photo) সাদা-কালো ছবি (১০" × ১০") হার্ডকপি (এনালগ ডাটা) ডিজিটাল ডাটায় রূপান্তর করা হয়েছে। উক্ত ডিজিটাল ডাটা গবেষণা ও স্পারসোর আর্কাইভ এ সংরক্ষণ করা হবে। কাজের পরিমাণ ৫০০ (পাঁচ শত) ফ্রেম।

২.১৯.২ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা

- বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)-এর সঙ্গে Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Japan international Cooperation Agency (JICA), Asian Institute of Technology (AIT), Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific (CSSTE-AP), Inter Islamic Network on Space Sciences and Technology (ISNET), Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO), International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) সহ বিভিন্ন বিজ্ঞান ও গবেষণাধর্মী সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রয়েছে।
- বেইজিং এ অনুষ্ঠিত Asia Pasific Space Cooperation Organization (APSCO) এবং Beijing Institute of Technology (BIT) কর্তৃক আয়োজিত 2015 APSCO Space Law and Policy Forum এ বাংলাদেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।
- APSCO ও SPARRSO আয়োজিত "Establishment of a Framework for Researches on Application of Space Technology for Disaster Monitoring in the APSCO Member States" এর Kick-off সভা, ২৮-৩০ মার্চ ২০১৬ সালে স্পারসোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- APSCO আয়োজিত একাধিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও প্রশাসনিক প্রধানদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত '৯ম প্রশাসনিক প্রধান সভায়' স্পারসো অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল- APSCO-এর '১০ম কাউন্সিল সভায়' অংশগ্রহণ করেছেন।

APSCO আয়োজিত '৯ম প্রশাসনিক প্রধান সভা'।

APSCO আয়োজিত '১০ম কাউন্সিল সভা'।

২.১৯.৩ প্রশাসনিক ও অন্যান্য

- সিকিউরিটি অফিসারের ১টি এবং সায়েন্টিফিক অফিসারের ৬টি পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
- চিফ সায়েন্টিফিক অফিসারের ১টি পদ, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসারের ৩টি পদ এবং স্টোর অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসারের ১টি পদসহ সিনিয়র টেকনিশিয়ান ১টি, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিসট্যান্ট ১টি, সায়েন্টিফিক অ্যাসিসট্যান্ট ১টি, ল্যাবরেটরি অ্যাসিসট্যান্ট ১টি ও ফিল্ড অ্যাসিসট্যান্ট-এর ১টি পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্পারসোর ১২ জন বিজ্ঞানী/প্রকৌশলী APSCO এবং RCSSTEAP, চীনে আয়োজিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- স্পারসোর কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্পারসোতে প্রশাসন ও কারিগরি বিষয়ে ৩২ জন কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- স্পারসোতে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে মহাকাশ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- APSCO'র কারিগরি সহায়তায় স্পারসো'র Education & Training Center-এ Offline-এ ৩২ জন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- স্পারসোর বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফল আন্তর্জাতিক জার্নালে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে।

২.১৯.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- স্পারসোর বিভিন্ন বিভাগ অভ্যন্তরীণ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযুক্ত। স্পারসোর নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিদ্যমান Internet Bandwidth 04 mbps থেকে 10 mbps বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- স্পারসোর স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন এর মাধ্যমে FY-2 E,G, TERRA MODIS and AQUA MODIS থেকে নিয়মিত আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক উপগ্রহ উপাত্ত সরবরাহ করা হচ্ছে। উল্লিখিত স্যাটেলাইট থেকে উপাত্ত পাওয়ার ফলে দূর

অনুধাবন এবং জিআইএস প্রযুক্তি প্রয়োগ করে স্যাটেলাইট ভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য আগাম সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে এবং আবহাওয়া প্রতিবেদন, ঘূর্ণিঝড় "রোয়ানু" পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন দুর্যোগ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

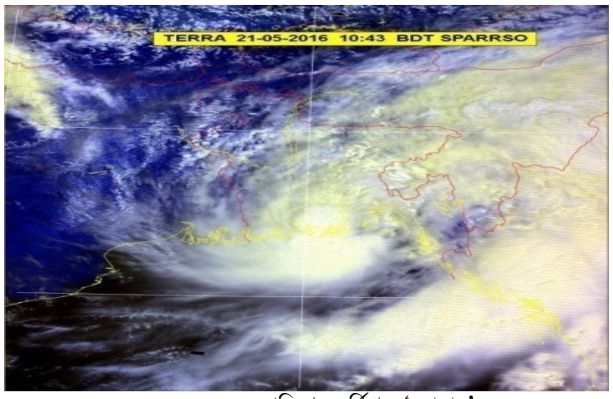

২১ মে ২০১৬ তারিখের ঘূর্ণিঝড় 'রোয়ানু'

২.২০ বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর একটি জাতীয় মানচিত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। এ অধিদপ্তর টপোগ্রাফিক মানচিত্র প্রণয়ন এবং জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। বাংলাদেশ-ভারত (মিজোরাম) ও বাংলাদেশ-মায়ানমার আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণের দায়িত্বও এ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। এছাড়া আকাশ আলোকচিত্রের সংরক্ষণ এবং সকল প্রকার জরিপের মান নিয়ন্ত্রণসহ জরিপের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে জরিপ অধিদপ্তর কাজ করে থাকে।

২.২০.১ অর্জনসমূহ

- **মানচিত্র প্রণয়ন:** বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহত্তর স্কেলের (১:৫০,০০০, ১:২৫০,০০০, ১:৫০০০) টপোগ্রাফিক মানচিত্রসহ বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র প্রণয়ন করে। বিগত অর্থ বছরে (২০১৫-২০১৬) অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন স্কেলের ম্যাপ, আকাশ আলোকচিত্র, অর্থোফটো, বিএএফ চার্ট, কন্ট্রোল পয়েন্ট ডাটা ইত্যাদি বাবদ মোট ১,৯২,১৬,৮৩৭/- আয় হয়েছে।
- **আকাশ আলোকচিত্র সরবরাহকরণ:** ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ২৭৫টি আকাশ আলোকচিত্রের প্রিন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি আকাশ আলোকচিত্রের মূল্য ৭০০/- হিসাবে মোট মূল্য ১,৯২,৫০০/- টাকা।
- **জিওডেটিক জরিপ কাজ:**
  - বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২২০ কি.মি. সেকেন্ড অর্ডার লেভেলিং কাজ সম্পাদন পূর্বক ১৫টি নতুন বেঞ্চমার্কের গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা নির্ণয় করা হয়েছে।
  - কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলায় ৫৫০ কি.মি. সেকেন্ড অর্ডার লেভেলিং কাজ সম্পাদন পূর্বক ২৭টি নতুন বেঞ্চমার্কের গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা নির্ণয় করা হয়েছে।
  - জাপানি বিনিয়োগকারীদের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলাধীন মাতারবাড়ি, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার এবং গাজীপুর জেলার নয়নপুর এলাকায় ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়নের জন্য GNSS সার্ভে দ্বারা ৮টি কন্ট্রোল পয়েন্টের স্থানাংক এবং লেভেলিং দ্বারা ৪৮টি অস্থায়ী বেঞ্চমার্কের গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা নির্ণয় করা হয়েছে।
- **সার্ভে পিলার নির্মাণ:** গাজীপুর, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, মাদারীপুর, বাগেরহাট, ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলায় ৫১টি নতুন সার্ভে পিলার নির্মাণ করা হয়েছে।
- **উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:** মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্টের ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে।
- **ভূ-উপাত্ত সরবরাহ:** বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার প্রেক্ষিতে ৫০৫টি হরাইজেন্টাল কন্ট্রোল পয়েন্ট-এর ভৌগোলিক স্থানাংক এবং ৮৮৮টি ভার্টিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট-এর গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা সরবরাহ করা হয়েছে।

২.২০.২ শূন্য পদ পূরণ ও পদোন্নতি

- ৪৬টি শূন্য পদ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে;
- ০৭ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২.২০.৩ প্রশিক্ষণ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ২২ জন কর্মচারীকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, ১৬০ জন কর্মচারীকে অধিদপ্তরের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং ৬৩ জন কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.২০.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

অধিদপ্তরের পোর্টালটি উন্নত করার জন্য ধারাবাহিক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ইনফো-সরকার-২ প্রকল্পের আওতায় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক-এর সঙ্গে অধিদপ্তর সংযুক্ত হয়েছে।

২.২০.৫ আইন/বিধি-বিধান/নীতিমালা

সার্ভে অ্যাক্ট, ২০১৫ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং জাতীয় ভৌগোলিক তথ্য উপাত্ত অবকাঠামো আইন, ২০১৬ খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২১ সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর

সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস (সাভূসে) অধিদপ্তর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর। সাভূসে অধিদপ্তরের প্রধানের পদবি উন্নীত করে মহাপরিচালক করা হয়েছে। অধিদপ্তরের আওতায় ০৩টি সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর ও ১৯টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড রয়েছে। বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট জনবল সংখ্যা ১৬৬। সাভূসে অধিদপ্তর সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগীয় ভূমির ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন সেনানিবাসের পৌর কার্যাদি পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২.২১.১ সাংগঠনিক উন্নয়ন

- বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সম্প্রসারিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- নতুন সাংগঠনিক কাঠামোতে পূর্বের যানবাহনের সঙ্গে ১টি কার, ১টি জিপ ও ১টি মাইক্রোবাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া পূর্বের ১৪টি কম্পিউটারের সঙ্গে আরও ৫টি কম্পিউটার সংযোজিত হয়েছে।

২.২১.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- **শূন্যপদ পূরণ:** সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন ৩ (তিন)টি সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর ও ১৫ (পনের)টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদসমূহে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** এ অধিদপ্তর, এর আওতাধীন এমইও দপ্তর ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং বোর্ড পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (যেমন: স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মসজিদ) বিভিন্ন পদে শিক্ষকসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.২১.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সেনানিবাস ঘোষিত এলাকায় বসবাসরত জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশে ০২টি জেনারেল হাসপাতাল, ০৭টি ডিসপেন্সারি এবং ০৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। এসকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রায় ১,৮০,০০০ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছেন।
- সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বমোট ৩৯টি (৩৫টি স্কুল ও ০৪টি কলেজ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বমোট শিক্ষার্থী ৪৮,১১৯ জন এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা ১,২৩৪ জন। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হচ্ছে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলসমূহের ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার গড় পাশের হার ৯৮.১৪% এবং কলেজসমূহের ২০১৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার গড় পাশের হার ৯৫.৮৯%।

২.২১.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

অধিদপ্তরের জনবল আইসিটি ও প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তোলার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালে Inventory Management System এবং Hospital Management Software প্রবর্তন করা হয়েছে।

২.২১.৫ আইন/বিধি-বিধান/নীতিমালা/প্রণয়ন/সংশোধন/বঙ্গানুবাদ

- ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইন সাধারণ মানুষের নিকট সহজবোধ্য করার জন্য প্রচলিত আইনসমূহ বাংলা ভাষায় ভাষান্তরের লক্ষ্যে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের জন্য প্রচলিত ১০টি ইংরেজি আইন ও বিধিমালা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।
- দি ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯২৪ নতুনভাবে বাংলায় প্রণয়ন করার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

২.২১.৬ প্রকাশনা

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩৮টি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়েছে।

২.২২ গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর সরকারের গোপন যোগাযোগের নিরাপত্তার মাধ্যম সাইফার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষায়িত টেকনিক্যাল দপ্তর। এ দপ্তরটি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, ডিজিএফআই, কোস্ট গার্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এনএসআই, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, জেলা পুলিশ সুপার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক ১১টি সংস্থার গোপন যোগাযোগের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সাইফার দলিলাদি/গুপ্তি উপকরণ, ক্রিপ্টোসফটওয়্যার এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি উৎপাদন/তৈরি করে সরবরাহকরণ এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান।

২.২২.১ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর-এর Physical, Technical & Document Security এবং Time Management নিশ্চিত করার জন্য Access Control System & CCTV Surveillance System সাংগঠনিক কাঠামোভুক্তকরণসহ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লিখিত সিস্টেমসমূহের আওতায় হাই রেজুলেশন ওয়েদারপ্রুফ আই আর ক্যামেরা, সেন্ট্রালাইজড সিসি টিভি পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম, ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার, অ্যাকসেস কন্ট্রোল অ্যান্ড টাইম অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম, এক্সিট প্রোক্সিমিটি কার্ড রিডার ও ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক লক উইথ কম্প্যাটিবল ডোর সিস্টেম বিদ্যমান রয়েছে।

২.২২.২ সংগঠন ও মানবসম্পদ

- **সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস:** ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের পুনর্বিন্যাসকৃত সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে নিয়োগবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- **নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি:** গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরে ব্যবহৃত ২ টি হাই-স্পিড লেজার প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার মেশিন অকেজো হওয়ায় নতুন প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- **পদোন্নতি ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম:** ০২ (দুই) জন ৯ম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীকে ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। পদোন্নতিপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ০১(এক) জন কর্মচারীকে বদলির মাধ্যমে উপ-পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে ১০ম গ্রেডভুক্ত ০১(এক) জন কর্মচারীর পেনশন কেস নিষ্পত্তি এবং ০১ জন কর্মচারীর অবসর উত্তর ছুটি মঞ্জুরি ও নগদায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:** সাইফার ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান এ দপ্তরের মৌলিক কার্যক্রমের অংশ। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে দপ্তরের তিন জন কর্মকর্তা ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যশোরস্থ সিগন্যালস্ ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড স্কুল কর্তৃক আয়োজিত ওয়ারেন্ট অফিসার কোর্স (ক্রিপ্টো)-১ এ ২০ জন ক্রিপ্টোগ্রাফার এবং অ্যাডভান্স ট্রেড ট্রেনিং (ক্রিপ্টো)-২ এ ২০ জন ক্রিপ্টোগ্রাফারকে কম্পিউটারাইজড্ ক্রিপ্টোসিস্টেম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের ০৩ (তিন) জন কর্মচারীকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত সান্ধ্যকালীন ১ বৎসর মেয়াদি "পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স" বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আরও ৭ জন কর্মচারী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেমন: আরপিএটিসি, বিআইএম ও জাতীয় গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

২.২২.৩ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

সাইফার দলিল উৎপাদন: ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবহারের নিমিত্ত ৬১৩ কপি দলিল (বেসিক ও লঘু), নৌবাহিনীর ব্যবহারের নিমিত্ত ১১৫৭ কপি দলিল (লঘু) এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্য ২১৩ কপি দলিল (লঘু) উৎপাদনপূর্বক সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে। একই সময়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর ব্যবহারের নিমিত্ত ৩০ কপি দলিল উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে।

দলিল উৎপাদনে ব্যবহৃত অফসেট প্রিন্টিং মেশিন

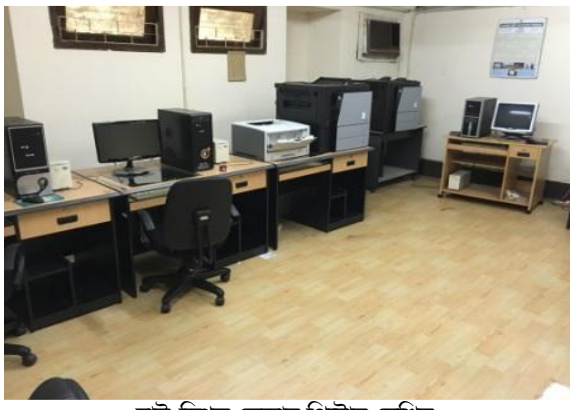

হাই-স্পিড লেজার প্রিন্টার মেশিন

২.২২.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য: সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে এ দপ্তরে সফটওয়্যারভিত্তিক Access Control System & CCTV Surveillance System স্থাপিত হয়েছে। দলিলাদি উৎপাদন প্রক্রিয়া অধিকতর গতিশীল করার জন্য অপটিক্যাল ক্যারেকটার রিডার (ওসিআর) পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার ল্যাবে LAN ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কক্ষের কম্পিউটারসমূহেও LAN ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.২২.৫ পরিদর্শন

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের ৮ (আট) টি জাহাজের গুপ্তি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। গুপ্তি কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা ও সাইফার পদ্ধতিসমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগের পরীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় গোপন যোগাযোগের সার্বিক নিরাপত্তা অটুট রাখার জন্য গুপ্তি কেন্দ্র পরিদর্শন কার্যক্রম অপরিহার্য।

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজের গুপ্তিকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন

২.২৩ কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা অর্থ অধিদপ্তরের নাম করা হয় বাংলাদেশ মিলিটারি একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট (বিএমএডি)। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচলিত নিরীক্ষা ও হিসাবের পরিবর্তে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য সামরিক হিসাব বিভাগ হিসেবে ১৯৮২ সালে ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক খাতের হিসাব, হিসাব নিরীক্ষা, ব্যয় ও আন্তঃনিরীক্ষাসহ সামরিক ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স (সিজিডিএফ)-এর মূল দায়িত্ব। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ প্রতিষ্ঠানে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ/সম্পন্ন করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হলো।

২.২৩.১ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সিজিডিএফ কার্যালয় কর্তৃক নির্মাণ ও সাজসরঞ্জামাদি ক্রয়ের মাধ্যমে কার্যালয়ের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও সময়োপযোগী কর্মপরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।
- The Public Employees Discipline (Punctual Attendance) Ordinance, 1982 এর বিধি অনুসরণ করে সকাল ৯:০০ থেকে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত অফিসে হাজিরা নিশ্চিত করার জন্য সিজিডিএফ কার্যালয়ে ডিজিটাল হাজিরার প্রচলন করা হয়েছে।
- এসএফসি (এয়ার) কার্যালয়ের অনলাইন নেটওয়ার্কিং ও ফান্ড কার্ড অটোমেশন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২.২৩.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- **শূন্যপদ পূরণ:** বিভিন্ন গ্রেডের সর্বমোট ১২৭টি শূন্যপদ নিয়োগের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জুনিয়র অডিটর [গ্রেড-১৬] থেকে অডিটর পদে [গ্রেড-১১] ০৬ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:** এ কার্যালয়ের সর্বমোট ১২৩ জন অডিটর ও জুনিয়র অডিটরকে পিপিআর, পেনশন নির্ধারণ, বেতন নির্ধারণ, লোকাল অডিট, টিএ/ডিএ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.২৩.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- এ কার্যালয়ের কর্মচারীগণের জন্য সম্মিলিতি সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রাধিকারভুক্ত করা হয়েছে।
- অডিট অ্যান্ড একাউন্টস্ কর্মকর্তা পরিষদ কর্তৃক ১৬ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিরক্ষা অর্থবিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে যারা এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন করেছে তাঁদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

২.২৩.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওয়েব মেইলের মাধ্যমে সকল এসএফসি/এফসি/এরিয়া এফসি ও এফপিও অফিসসমূহে তথ্য আদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট-এর জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য সংরক্ষণ, পদোন্নতি, বদলি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি নথি/পত্র ট্র্যাকিং, ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- সিজিডিএফ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটটি'র কলেবর বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়েবসাইটে তথ্যাবলী নিয়মিত আপডেট করা হয়।
- সিজিডিএফ অফিসের অধীনস্থ বিভিন্ন এসএফসি/এফসি এবং এরিয়া এফসি অফিসের সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিজিডিএফ অফিসেও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ওয়েব মেইল ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। এর ফলে সিজিডিএফ অফিসের সঙ্গে অধীনস্থ সকল অফিসের যোগাযোগ স্থাপন দ্রুততর ও সহজতর হয়েছে।
- তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে নিয়োগ প্রাপ্ত অডিটর এবং জুনিয়র অডিটরগণকে সিজিডিএফ কার্যালয়সহ অন্যান্য এসএফসি/এফসি/এরিয়া এফসি/এফপিও অফিসে I.T. বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সিজিডিএফ কার্যালয়ের ৯ম গ্রেড ও তদুর্দ্ধ কর্মচারীগণ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে নিজেদের দক্ষতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেছেন। এ কার্যালয়ের সকল কর্মচারী তাঁদের নিজ নিজ শাখা থেকে বিভিন্ন প্রকার চিঠিপত্র/পরিপত্র/স্মারক/অফিস আদেশ নিয়মিতভাবে ই-মেইল থেকে অধীনস্থ বিভিন্ন এসএফসি, এফসি ও এরিয়া এফসি অফিসে প্রেরণ ও গ্রহণ করছেন। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বৃদ্ধি পেয়েছে।
- Human Resource Management Software তৈরির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এর মাধ্যমে সিজিডিএফ কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইনে সংরক্ষণ সম্ভব হবে।
- সিজিডিএফ কার্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কার্যালয়ের সম্পদের তথ্য অনলাইনে সরাসরি সফটওয়্যারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় কন্ট্রোল করা সম্ভব হবে।
- **এনই কেইস ও অটোমেশন পদ্ধতিতে সম্পন্নকরণঃ** সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের (জেসিও/ওআরগণ) চাকরিকালীন সময়ের দেনা পাওনার হিসাব দ্রুত নিরসনের লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের (জেসিও/ওআরগণ) পেনশন কেইস সম্পন্ন করার জন্য তাদের চাকরিকালীন সময়ের দেনা পাওনার হিসাব অটোমেশন পদ্ধতিতে সম্পন্নকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- **iBAS++ এর অন্তর্ভুক্তিঃ** প্রতিরক্ষা অর্থ অধিদপ্তরের অধীনস্থ অফিসসমূহে হিসাব প্রণয়নে iBAS++ অন্তর্ভুক্তির কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।
- **Electronic Fund Transfer এর মাধ্যমে বেতন ভাতাদি পরিশোধঃ** EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে বেতন ও পেনশন প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যে একটি কমিটি কর্তৃক Feasibility Study করা হচ্ছে।
- **হটলাইন চালুঃ** সামরিক বাহিনীর পেনশনারদের পেনশন সংক্রান্ত যে কোন জিজ্ঞাসা, বিলম্ব, জটিলতা ইত্যাদি অবহিত করার জন্য কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক/বেসামরিক সদস্যদের পেনশন প্রদানকারী সকল কার্যালয়ে একটি করে পেনশন হটলাইন চালু করা হয়েছে।

২.২৩.৬ অন্যান্য প্রশাসনিক উন্নয়ন

- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছওে সেবাগ্রহীতা সংস্থাসমূহকে সরকারি বিধিবিধান প্রতিপালনপূর্বক দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর অংশ হিসাবে কর্মচারীগণের নিয়মিত উপস্থিতি, দাপ্তরিক কর্মপরিবেশ আধুনিক ও উন্নতকরণ এবং সরকারি বিধি নিষেধ পরিপালনে নানাবিধ প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **সেনাবাহিনীর কমিশন্ড অফিসারদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজনঃ** বিগত ২৯.০৫.২০১৬ তারিখে সেনাবাহিনীর মেজর ও লে. কর্নেল পর্যায়ের ২৪ জন কমিশন্ড অফিসারের জন্য সিজিডিএফ কার্যালয়ের Financial Management Course for Officers of Bangladesh Army (Batch-1) শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Financial Management Course for Officers of Bangladesh Army (Batch-1) শীর্ষক প্রশিক্ষণ

২.২৪ প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে মাত্র ১২ জন সকল পর্যায়ের কর্মচারী নিয়ে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় যাত্রা শুরু করে। সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতায় কর্মরত সকল পর্যায়ের প্রায় ২,০০০ বেসামরিক কর্মচারীর যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম এ দপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হয়। এ ছাড়া এ কার্যালয় আন্তঃবাহিনী সংস্থা এবং প্রতিরক্ষা অর্থ বিভাগের জন্য অফিস যন্ত্রপাতি ও লেখসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিতরণের দায়িত্ব পালন করে। উল্লিখিত সংস্থাসমূহের ফরম, বিধি-বিধান সম্পর্কিত পুস্তকাদি এবং জেএসআইসহ অন্যান্য প্রকাশনা মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব এ কার্যালয়ের উপর ন্যস্ত। এছাড়া এ কার্যালয় সেনাবাহিনী ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের লেখসামগ্রী ও অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইন্ডেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২.২৪.১ অর্জনসমূহ

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সেনাবাহিনীর প্রায় ৫৪০ প্রকারের ৩,৫৫,২৪,৫৮০টি সেনাফরম মুদ্রণের তদারকির দায়িত্ব পালনসহ সেনা নির্দেশিকা ও জেএসআই এবং অন্যান্য বিধি-বিধান সম্পর্কিত পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সিজিডিএফ, এসএফসি (ডিপি), এসএফসি (পূর্ত) এবং এফসি (বিবিধ) কার্যালয়ের জন্য লেখ সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে।
- সেনাবাহিনীর ৮ প্রকারের মোট ৩১১৭টি অফিস যন্ত্রপাতি ও ২৯ প্রকারের লেখ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ইন্ডেন্টর হিসেবে কাজ করেছে।
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় এ কার্যালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ১,৩৫,৮৫,৭৩২/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।
- জাতীয় বৃক্ষরোপন কর্মসূচির অংশ হিসাবে এ কার্যালয়ের চারপাশে বিভিন্ন প্রকারের ফুলগাছ, ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করা হয়েছে।

২.২৪.২ প্রশাসনিক উন্নয়ন

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫ম গ্রেডের ১টি, ১০ম গ্রেডের ১টি ও ১৬তম গ্রেডের ১টি সহ মোট ৩টি পদ সৃজন করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত অর্থ বছরে ২টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার, ১টি স্ক্যানার, ২টি ইউপিএস ও ১টি ফ্যাক্স মেশিন সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ৯ম গ্রেডের ২৩টি ও ১০ম গ্রেডের ২০টি মোট ৪৩টি শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের নিমিত্ত Online-এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশপূর্বক আবেদনকারী প্রার্থীদের লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ৪৩টি শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ৩য় হতে ৯ম গ্রেডে ১২ জন, ১০ম গ্রেডে ৩ জন এবং ১১তম হতে ১৮তম গ্রেডে ৭৩ জন সহ সর্বমোট ৮৮ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন বাহিনী সদর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহে কর্মরত ১০ জন কর্মচারীকে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীগণের মধ্যে শুদ্ধাচার অনুশীলনের নিমিত্ত সরকারি নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২৪.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিম্নোক্ত কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ০৪ জন কর্মচারীকে ৪,০০,০০০/- টাকার যৌথবীমার চেক প্রাপ্তি/হস্তান্তর।
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ০৯ জন কর্মচারীকে ১২,৮১,০০০/- টাকার কল্যাণ ভাতার কার্ড প্রাপ্তি/হস্তান্তর।
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ০৩ জন কর্মচারীকে ৭৫,০০০/- টাকার দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চেক প্রাপ্তি/হস্তান্তর।
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ০৪ জন কর্মচারীকে ২৭,০০০/- টাকা চিকিৎসার চেক প্রাপ্তি/হস্তান্তর।
- প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বেসামরিক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল থেকে ০৫ জন কর্মচারীর দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ৭০,০০০/- টাকা অনুদান এবং ৪৪ জন কর্মচারীকে ৩,৬১,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান।
- বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের ৫১ জন সন্তানকে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জনের জন্য সংবর্ধনা প্রদান।

২.২৪.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- ৯ম গ্রেডের ২৩টি ও ১০ গ্রেডের ২০টি মোট ৪৩টি শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদন গ্রহণ, প্রবেশপত্র ডাউনলোড, ফলাফল প্রকাশসহ অন্যান্য কার্যক্রম Online এর মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হয়েছে।
- ডিজিটাল নথি নম্বর চালু করা হয়েছে।

২.২৪.৫ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

এ কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন বাহিনী সদর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহে কর্মরত ১৪ জন কর্মচারী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কন্টিনজেন্টের সদস্য হিসাবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গমন করেছে। এ মিশনে অংশগ্রহণের ফলে কর্মচারীগণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে পেশাগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছেন।

২.২৪.৬ আইন/বিধি-বিধান/নীতিমালা

- 'সিভিলিয়ান এমপ্লয়িজ ইন ডিফেন্স সার্ভিসেস (ক্লাসিফিকেশন, কন্ট্রোল এন্ড আপিল) রুল্‌স, ১৯৬১', 'আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্স সিভিলিয়ান পার্সোনেল (নন-গেজেটেড) রিক্রুটমেন্ট রুল্‌স, ১৯৮১', 'আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্স সিভিলিয়ান অফিসার্স রিক্রুটমেন্ট রুল্‌স, ১৯৮২', 'সিভিলিয়ান পার্সোনেল ইন দি ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি) রিক্রুটমেন্ট রুল্‌স, ১৯৮৪' এবং 'আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্স সিভিলিয়ান পার্সোনেল (নন-গেজেটেড) রিক্রুটমেন্ট রুল্‌স, ১৯৮১ (এমেন্ডমেন্টস্ ইন ১৯৮৫)' বঙ্গানুবাদের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আওতাধীন সকল বেসামরিক পদের (গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত) বিদ্যমান নিয়োগবিধিসমূহ একীভূত করতঃ সংশোধিত ও সমন্বিত প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২৫ মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি

মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি হচ্ছে সেনাবাহিনীর একটি কোর এবং নিয়মিত বাহিনী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহ এবং প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা যেমন: ডিজিএফআই, ডিজিডিপি, ডিজিএমএস, আর্মি এভিয়েশন, বিওএফ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এর প্রধান দায়িত্ব। জরুরি অবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতেও এ বাহিনী সক্ষম। ১৯৭৮ সালের এমওডিসি (আর্মি)-কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থা হিসাবে পুনর্গঠন করা হয়।

২.২৫.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন

- **শূন্যপদ পূরণ:** ০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সামরিক ৫৭টি এবং অসামরিক ০২টি শূন্য পদ পূরণ করা হয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পদোন্নতি প্রদানের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো:

পদবি	প্রাধিকার	প্রাপ্ত	মোট শূন্য আসন	পদোন্নতির সংখ্যা	পদোন্নতির শতকরা হার
সার্জেন্ট	১১৭	১১৬	১	১	১০০%
কর্পোরাল	১১২	১০৮	৪	৪	১০০%
ল্যান্স কর্পোরাল	৯৪	৮৩	১১	১১	১০০%

২.২৫.২ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

- গত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এমওডিসি'র ৯৯৭ জন বিভিন্ন পদবির সৈনিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ডিজিএফআই, ডিজিডিপি, ডিজিএমএস, এড্‌হক আর্মি এভিয়েশন গ্রুপ এবং বিওএফ এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।
- বিভিন্ন পদবির ১০৫ জন সৈনিককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.২৬ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সেবা দানকারী সংগঠনসমূহের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীসহ অন্যান্য আন্তঃবাহিনী সংস্থার জন্য যুদ্ধ ও শান্তিকালীন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস) বিভিন্ন ধরনের ইমারত, সড়ক, ড্রেন, সেতু, কালভার্ট, ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড ও অন্যান্য পূর্ত কর্মের ডিজাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনী ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, আসবাবপত্রসহ অন্যান্য সরবরাহ কার্য সম্পাদন এবং যথাসময়ে তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস)-এর কর্মপরিধিভুক্ত। জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ভৌত ও অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজও এমইএস বাস্তবায়ন করে থাকে।

২.২৬.১ সাংগঠনিক উন্নয়ন

- অ্যাডহক ভিত্তিতে তিনটি নতুন ইউনিট সিএমইএস (আর্মি) সিলেট, এমইএস ট্রেনিং সেল এবং এজিই (আর্মি) সিএমএইচ ঢাকা সৃষ্টি করা হয়েছে।
- তিনটি নতুন ইউনিট সৃষ্টির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.২৬.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- **শূন্যপদ পূরণ:** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ১৯০ টি শূন্যপদ নতুন নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** ৩য় থেকে ১৫তম গ্রেডের মোট ৫৪ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২০ জন কর্মচারী বেসিক টেকনিক্যাল কোর্স, ৫৪ জন কর্মচারী টেকনিক্যাল ট্রেড ট্রেনিং, ২১ জন কর্মচারী বেসিক ম্যানেজমেন্ট কোর্স, ২০ জন কর্মচারী অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স এবং ১২৩ জন কর্মচারী স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

২.২৬.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল থেকে নির্ধারিত হারে কর্তনকৃত চাঁদায় গঠিত এমইএস কল্যাণ তহবিল থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত সাহায্য/বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে:

- মৃত্যুজনিত কারণে ১৭ জনের পরিবারকে এককালীন সাহায্য হিসাবে ৩৫,৪০,০০০/- টাকা।
- ক্যাজুয়েল হিসাবে চাকরি সমাপ্ত করায় ১৫ জনকে এককালীন সাহায্য হিসাবে ১৮,৩৬,৯০০/- টাকা।
- স্বাভাবিক অবসর গ্রহণকারী ২০৩ জনকে এককালীন সাহায্য হিসাবে ৭২,০১,৯৪১/- টাকা।

এছাড়াও কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল থেকে নির্ধারিত হারে কর্তনকৃত চাঁদায় গঠিত এমইএস স্বাস্থ্যবীমা তহবিল থেকে নিম্নোক্ত সাহায্য প্রদান করা হয়েছে:

- ৭২ জন মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের এককালীন বৃত্তি হিসাবে ২,৩১,৯২০/- টাকা।
- দেশে চিকিৎসার জন্য ০৪ জনকে এককালীন সাহায্য হিসাবে ৩,৭২,৮০০/- টাকা।
- বিদেশে চিকিৎসার জন্য ০৪ জনকে এককালীন সাহায্য হিসাবে ৭,৯৪,৯৮০/- টাকা।

২.২৬.৪ ডিজিটাইজেশন

- এমইএস এর একটি নিজস্ব ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রস্তুত এবং এমইএস এ কর্মরত কর্মচারী ও এমইএস তালিকাভুক্ত ঠিকাদারকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- এমইএস ল্যাবের টেস্টিং রিপোর্ট অন লাইনে আদান প্রদানের সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

২.২৬.৫ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

এমইএস থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আওতাধীনে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ওকেপি-৯ (কুয়েত মিশন) এ ৮৪ জন, ওকেপি-১১ (কুয়েত মিশন) এ ২১ জন এবং জাতিসংঘ শান্তি মিশনে মোট ৬৬ জন কর্মচারীকে সুদান, কঙ্গো, মালী, আইভরিকোস্ট এবং লাইবেরিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে।

২.২৬.৬ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

'রূপকল্প ২০২১' এর আলোকে বর্তমান সরকার আর্থ-সামাজিক, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সেনাসদর, ই ইন সি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এমইএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্পন্নকৃত কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:
  - এস্টাবলিশমেন্ট অব ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ অ্যাট ধামালকোট এরিয়া, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।
  - এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যাট ধামালকোট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।
  - এস্টাবলিশমেন্ট অব বিওএফ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ অ্যাট গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট।

- এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যাট যশোর ক্যান্টনমেন্ট, যশোর।

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ও বর্তমান সময় পর্যন্ত এমইএস এর মাধ্যমে যে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:
  - মিরপুর সেনানিবাসে সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি)-এর অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ।
  - এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যাট কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, কুমিল্লা।
  - এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যাট শহীদ সালাহউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।
  - সিএমএইচ ঢাকা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় পর্যায়)।
  - সাভার সেনানিবাসে মিলিটারি পুলিশ সেন্টার ও স্কুল নির্মাণ।
  - বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
  - বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, যশোর।
  - মিলিটারি ফার্ম আধুনিকায়ন।
  - বাংলাদেশ নৌবাহিনী নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য (৮ তলার ভিতসহ ৫ তলা) একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
  - পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড স্থাপন।

অধ্যায় ৩

৩.০ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

৩.১ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:

বর্তমান সরকার আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রেক্ষিতে, একটি দ্রুত বিকাশমান দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে পরিচালিত করার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯টি, নৌবাহিনীর ২টি, বিমান বাহিনীর ১টি, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ)-এর ১টি, সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি)-এর ১টি, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের ১টি, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি)-এর ৩টি এবং বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের(এসওবি) ২টি। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪০৭৩৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৫.১৫%। উক্ত ২০টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৫টি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

৩.২ বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ:

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড স্থাপন: মোট ৯৮৭৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯৯ কম্পেজিট ব্রিগেড-এর পতাকা উত্তোলন করেন। ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন এবং প্রকল্প শেষে সেতু ও সেতু এলাকার নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা এলাকায় অবস্থান করবে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৮৭৩০.০০ লক্ষ টাকা। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ১০.৫০%।

পদাতিক ব্যাটালিয়ানের রেজিমেন্টাল অফিস

'সি/ডি/ই' টাইপ অফিসার্স বাসস্থান নির্মাণ

মিরপুর সেনানিবাসে সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি): মিরপুর সেনানিবাসে ১৯৭৭ সালে ডিএসসিএসসি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর দেশি এবং বিদেশি সামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ প্রকল্পের আওতায় ৮ তলা একাডেমিক ভবন এবং ১৪ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৬১৪.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ৪০৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রধান একাডেমিক ভবন 'শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স' গত ০৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন।

নবনির্মিত একাডেমি ভবন 'শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স'

'ই' টাইপ অফিসার্স বাসস্থান

এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যাট কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, কুমিল্লা: কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের ছেলে-মেয়েদের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজি মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৯১.৯৫ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৭৭%।

কুমিল্লা ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ (ইংলিশ ভার্সন)

এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যাট শহীদ সালাহউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল: শহীদ সালাহউদ্দিন সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের ছেলে-মেয়েদের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজি মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১০২২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৬৩%।

ঘাটাইল ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ (ইংলিশ ভার্সন)

সাভার সেনানিবাসে মিলিটারি পুলিশ সেন্টার ও স্কুল নির্মাণঃ মিলিটারি পুলিশের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ব্লকসহ অফিস বিল্ডিং, এসএম ব্যারাক, অফিসার্স মেস, জেসিও'স মেস, কোত/অস্ত্রাগার, ইএন্ডএম বিল্ডিং, পাম্প হাউজ বিল্ডিং, ড্রিল ও বাস্কেটবল গ্রাউন্ড, রাস্তা/হার্ডস্ট্যান্ডিং, ড্রেন, বাহ্যিক পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮৫৬.০২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল মার্চ ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৭৮%।

মিলিটারি ফার্ম আধুনিকায়নঃ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত তাজা তরল দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিতরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অধিক মূল্যে গুঁড়াদুধ আমদানি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় সাভার, যশোর, লালমনিরহাট ও ঈশ্বরদী এলাকায় ডেইরি প্ল্যান্ট বিল্ডিং, ক্যাটল শেড (কাউ শেড, হাইপার শেড, কাফ শেড), মিল্ক ট্রান্সপোর্টার/ বাউজার, ফ্রিজার কন্টেইনার, ট্রাক্টর, ডেইরি প্ল্যান্ট, গবাদি পশু, ল্যাব ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়/সরবরাহ করা হবে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৩৬৪.১২ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নতুন কিছু আইটেম যথা মিল্ক পার্লার, রেফ্রিজারেটিড মিল্ক ভ্যান, মোলাসেস বাউজার, হারভেস্টার পানি শোধন যন্ত্র ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করায় এবং ডেইরি প্লান্ট ও গবাদি পশু ক্রয়ের প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে বাজার দর বেশি হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে প্রকল্পটি ১১৩৬৪.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত ব্যয়ে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটির বর্তমান সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

মিলিটারি ফার্ম সাভার

মিলিটারি ফার্ম ঈশ্বরদী

সিএমএইচ ঢাকা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় পর্যায়): সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ দেশ/বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ এবং আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সংযোজনের সুযোগ/ সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় মেডিকেল স্টোর, ইলেক্ট্রো মেডিকেল ইকুইপমেন্ট রিপেয়ার সেল, সিগন্যাল, কমিউনিকেশন সেন্টার, এডমিন ব্লক, ক্লোদিং স্টোর, ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ট্রমা সেন্টার, ইমারজেন্সি অ্যান্ড বার্ন ইউনিট, এমটি সেকশন, মডার্ন আইসিইউ, গেইট, গার্ডরুম নির্মাণসহ আসবাবপত্র সরবরাহ ও যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৫৬১.৮০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%।

এডমিন ব্লক

মেডিকেল স্টোর

ট্রমা সেন্টার অ্যান্ড বার্ন ইউনিট

মডার্ন আইসিইউ

বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, যশোর: বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমি (বিএএফএ) যশোর-এ ক্যাডেট, বিএনসিসি'র শিক্ষক ও প্রশিক্ষক এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় কমান্ড্যান্ট অফিস, ব্যানকুয়েট হল, ক্যাডেট ট্রেনিং উইং, অ্যাকাডেমিক ট্রেনিং উইং, ফ্লাইং ট্রেনিং উইং, অডিটোরিয়াম, সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, হ্যাঙ্গার, টারমাক ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭২০২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৫৯.৫০%।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য (৮তলা ভিতসহ ৫তলা) অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ: ডকইয়ার্ড কর্মচারীগণের সন্তান ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের ছেলে-মেয়েদের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৫৬.৩১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ১৩%।

বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, যশোর-এর একাডেমিক ট্রেনিং উইং

একাডেমিক ভবন, বিএন ডকইয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ

বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি (বিএনএ) পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে ক্যাডেট, বিএনসিসি'র শিক্ষক ও প্রশিক্ষক এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং, বিওকিউ, সুইমিং পুল, বোট পুল, ইউটিলিটি বিল্ডিং ও ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭০৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৫৭%।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর সিলেটস্থ নির্ভরশীল আবহাওয়া অফিস উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অধীন "সিলেটস্থ নির্ভরশীল আবহাওয়া অফিস ও ফেনীস্থ পাইলট বেলুন পর্যবেক্ষণাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটি সর্বমোট ২৪৪৮.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও ফেনীতে নতুন ২টি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা ও সিলেটস্থ অপারেশনাল কাজে নিয়োজিত কর্মচারীগণের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৩টি আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। ইতোমধ্যে টাকা ৩৯১.০০ লক্ষ ব্যয়ে অত্যাধুনিক স্পর্শকাতর ডিজিটাল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৮০%।

বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, পতেঙ্গা-এর ট্রেনিং উইং

বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, পতেঙ্গা-এর সেইলর্স ব্যারাক

আবহাওয়া অধিদপ্তরের নতুন অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন সিলেট

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অধীন " বাংলাদেশের ১৩টি নদী বন্দরে ১ম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি সর্বমোট টাকা ৫৩৯৩.৩৫ লক্ষ প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের নৌ-পূর্বাভাস কেন্দ্রের মেরামত ও সংরক্ষণ, ডরমেটরি ভবন নির্মাণ, অত্যাধুনিক ডিজিটাল যন্ত্রপাতিসহ কনভেনশনাল আবহাওয়া যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপনের কাজ চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস পদ্ধতির আধুনিকায়ন করাসহ নিরাপদ নৌ-চলাচলের লক্ষ্যে নদী বন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদান অধিকতর সহজ হবে। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির বর্তমান সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৩৩%।

আশুগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার

নরসিংদী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর: বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর (এসওবি) বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় ম্যাপিং সংস্থা। উক্ত সংস্থার ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান এনালগ ম্যাপসমূহ ডিজিটাল ম্যাপে রূপান্তর করার লক্ষ্যে 'Strengthen the Digital Cartographic Capability of Survey of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৪০.০০ লক্ষ টাকা। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৩৭%।

কর্টোগ্রাফি অফিস রেনোভেশন

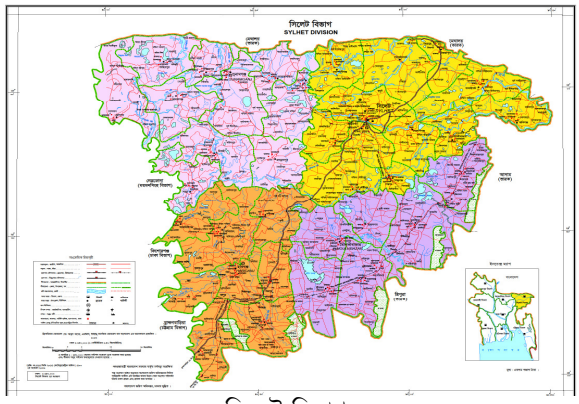

সিলেট বিভাগ

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর (Survey of Bangladesh) এর ডিজিটাল ম্যাপিং পদ্ধতির উন্নয়ন: বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকার মিরপুরের ধামালকোটে জরিপ অধিদপ্তরের নিজস্ব জায়গায় একটি ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টার স্থাপন, বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগীয় শহরের (চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট) তথ্য সমৃদ্ধ ১:৫,০০০ স্কেলের ২৬৩টি ডিজিটাল টপোগ্রাফিক ম্যাপ, সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ১:২৫,০০০ স্কেলের ৯৮৮টি ম্যাপ শিট প্রণয়ন ও সকল ম্যাপ শিটের ডিজিটাল ডাটাবেস প্রণয়ন এবং জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল টপোগ্রাফিক মানচিত্র প্রণয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৫২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ২৭১১.০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৪%।

জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টার ও আবাসিক ভবন

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড: সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম বিএএসবি'র মাধ্যমে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড অটোমেশন পদ্ধতি স্থাপন (সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৮৫.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পটির বর্তমান বাস্তব অগ্রগতি ৬%।

৩.৩ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:

এস্টাবলিশমেন্ট অব ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ অ্যাট ধামালকোট এরিয়া, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট: ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের ছেলে-মেয়েদের মানসম্মত পরিবেশে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যাট ধামালকোট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট: ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের সন্তানদের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজি মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষাসরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

এস্টাবলিশমেন্ট অব বিওএফ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ অ্যাট গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট: গাজীপুর সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের সন্তানদের মানসম্মত পরিবেশে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যাট যশোর ক্যান্টনমেন্ট, যশোর: যশোর সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের ছেলে-মেয়েদের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজি মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অধীন 'Improvement of Meteorological Radar System in Dhaka and Rangpur (Detailed Design)' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির প্রকল্প সাহায্য টাকা ১৮২.০০ লক্ষ ও জিওবি টাকা ৪৮.০০ লক্ষসহ মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং জুলাই ২০১৫ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জাপানি পরামর্শকের মাধ্যমে ঢাকার জয়দেবপুর এবং রংপুর রাডার টাওয়ার ভবনের স্থাপত্য নকশাসহ স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এবং রাডার যন্ত্রের ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

অধ্যায় ৪

৪.০ উপসংহার

রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদানসমূহকে বৈশ্বিক বিকাশের নিয়মাবলির বৃত্তে সংযুক্ত করে সমকালীন উন্নয়ন ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য। এ কর্তব্য যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা আর অনুকূল পরিস্থিতি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চিত ও নিরাপদ রক্ষাকবচ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সশস্ত্র বাহিনীকে যুগোপযোগী করার মধ্য দিয়ে যেমন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করছে ঠিক তেমন অন্যান্য বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেও আধুনিকায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বিশেষ ধরনের দায়িত্ব পালন করছে। সামরিক ও বেসামরিক এ উভয়ক্ষেত্রকে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে জাতির পিতার কর্মপরিকল্পনাকে রূপদানের লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত "ভিশন ২০২১"-এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং "ভিশন ২০৪১"-এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়েই এ প্রয়াসের পরিস্ফুটন ঘটতে পারে।

"ভিশন ২০২১" এবং "ভিশন ২০৪১" বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়াদি সরাসরি সম্পৃক্ত হলেও এর মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষার্থে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন। তারই অনুসরণে বর্তমান সরকার পাঁচ বছর মেয়াদী চারটি ধাপে "ফোর্সেস গোল ২০৩০" চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে আরও শক্তিশালী, আধুনিক, দক্ষ ও অজেয় বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বাহিনীত্রয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার, পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের কার্যক্রম বছর ভিত্তিক ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে।

দ্রুত বিকাশমান, দারিদ্রমুক্ত মধ্যম-আয়ের দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে অগ্রগতির মূল ধারায় পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের অখণ্ডতা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা রক্ষার পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ঐতিহাসিক এ অভিযাত্রায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থা-দপ্তর সমূহ বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে দপ্তর-সংস্থা সমূহের পরিচিতি, মূল কার্যপরিধি, ভৌত/অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা, উন্নয়ন, কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি এ সংকলনে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্য সরকারের গৃহীত বৃহৎ কর্মযজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে।